সাঁওতাল পরগণার আইন

সংগ্রহ।

শ্রীবকুলাল বিশ্বাস বি-এল কর্তৃক

অনূদিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

IMPER
6. SEP. 18

Dedicated

With his kind permission

To

Cecil Henry Bompas Esqr. I.C.S.

Deputy Commissioner of

Sonthal Parganas

AS A TOKEN OF HIGH ESTEEM

AND

SINCERE GRATITUDE

By the author.

ভূমিকা।

আইনের অজ্ঞতা আদালতে স্বীকার্য্য না হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম সমস্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন। সাঁওতাল পরগণায় আইনে সাধারণ জ্ঞান থাকা ত দূরের কথা, সামান্য লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যাও অতি বিরল। এজন্য স্থানীয় অধিবাসিগণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এখানকার আইন সহজ ও বিচার সুলভ করিয়াছেন, কিন্তু আইন সমস্ত ইংরাজীতে থাকায় বড়ই অসুবিধা হইয়াছে, তজ্জন্য মোটামুটি চলিত আইন ও বিচারপদ্ধতি সাধারণের অবগতির জন্য সরল বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, রাজমহলের মোক্তার বাবু বসন্তকুমার সেন মহাশয় এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

আইন অনুবাদ অতি দুরূহ ও দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য। অনেক স্থলে মূলের সঙ্গতি রাখিয়া সহজ করিবার জন্য ভাব ও ব্যাখ্যা দিয়াছি, কিন্তু তাহা হইলেও আমার জ্ঞানতঃ ইহাতে কোন আইনের কোন অর্থের বিপর্য্যয় হয় নাই। আমার এই প্রথম প্রয়াস, সুতরাং নানা প্রকার ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব প্রার্থনা, সুধীগণ কোন ও ভ্রমপ্রমাদ দেখিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। সানুনয় নিবেদন ইতি।

রাজমহল,
১৮ই মে, ১৯০২৭

নিবেদক
শ্রীবকুলাল বিশ্বাস, উকীল।

সাঁওতালী দেওয়ানী বিধি।

উপক্রমণিকা।

এই সমস্ত বিধিদ্বারা সাঁওতাল পরগণাস্থ দেওয়ানী আদালত সমূহ (যাহা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন দ্বারা পরিচালিত নহে) পরিচালিত হইবে। এই বিধি সমূহ ১জুলাই ১৯০১ হইতে কার্য্যকরী হইবে। সন্দেহ স্থলে আদালত সমূহ এই বিধির মর্ম্ম দ্বারা চালিত হইবেন।

প্রথম অধ্যায়।

উপস্থিতি বিষয়ক বিধি।

১। পক্ষগণকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

ক। পর্দ্দানসিন স্ত্রীলোক।

খ। যাহারা গবর্ণমেণ্টের হুকুমে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত।

গ। যাহারা শারীরিক বা মানসিক অনুপযুক্ত।

ঘ। যাহারা ভিন্ন জিলাবাসী।

ঙ। যাহারা মোকদ্দমার বিষয় স্বয়ং অবগত নহে।

চ। যাহাদিগকে আদালত বিশেষ উপযুক্ত কারণে কোন বিশেষ মোকদ্দমায় স্বয়ং উপস্থিতি হইতে মুক্তি দিবার যোগ্য জ্ঞান করেন।

উপযুক্ত কারণ থাকিলে এই অনুমতি না দেওয়া যাইতে পারে বা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পক্ষগণ আদিষ্ট হইলে স্বয়ং অবশ্য উপস্থিত হইবেন।

প্রতিনিধির ফিস্ খরচ মধ্যে গণ্য হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমা রুজু করিবার বিধি।

২। সাব ডিভিসনাল অফিসারের নিকট আরজি দাখিল করিতে হইবে; এবং আরজীতে নিম্নলিখিত বর্ণনা থাকিবে।

আরজী। ক। বাদী প্রতিবাদীর নাম, পিতার নাম, বাসস্থান এবং ব্যবসা (যতদূর জানা যায়)।

খ। মোকদ্দমার কারণ, ঘটনার তারিখ ও স্থান।

গ। দাবীর পরিমাণ সহ আদালতের নিকট যে প্রতিকারের প্রার্থনা করা হয়।

ঘ। কোন ভূসম্পত্তি বা অন্য সম্পত্তি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা হইলে ঐ সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ এবং আবশ্যক হইলে আরজি সহ বিরোধীয় বিষয়ের স্কেলের মাপে একটা নক্সাও দিতে হইবে।

আরজি লিখিত বা মৌখিক হইতে পারে; মৌখিক আরজি

আদালতে লিখিত হইবে ; এবং যে জাতীয় মোকদ্দমা, তাহার পক্ষে নিম্নতন দাবীর জন্য যে কোর্টফি লাগে, তাহা এবং পিটিসন-রাইটার ফিস তখনই দাখিল করিতে হইবে।

লিখিত আরজি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা লিখিত হইবে।

ক। পক্ষ স্বয়ং বা তাহার বাটীস্থ কোন লোক।

খ। রেজেষ্টরীভুক্ত পিটিসন রাইটার।

গ। জিলা কোর্টের কোন উকীল।

আরজীতে উপযুক্ত কোর্টফি এবং বাদী কর্ত্তৃক সত্যপাঠ দিতে হইবে। যদি নালিসের কারণ দৃষ্ট না হয়, তবে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে। প্রতিবাদীর জবাব দেওয়ার কিম্বা সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে দরখাস্তে যে কোর্টফি লাগে, তাহা দিয়াই বাদী আপিল করিতে পারিবে ; অন্যথা পূর্ণ কোর্টফি দিয়া আপিল করিতে হইবে।

৩। বাদী বিশেষ দরিদ্র হইলে, জাতিচ্যুতি, মানহানি, গালাগালী কিম্বা আক্রমণ জন্য দাবী ভিন্ন অন্য প্রকারের মোকদ্দমা বিনা কোর্টফিতে করিবার আদেশ পাইতে পারে।

পাপর। [illegible]না পূর্ব্বক উক্ত আদেশ পাইলে সেই মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারিবে এবং বাদী যে কোর্ট ফিস্ দেয় নাই, তাহা তাহার যে কোন সম্পত্তি হইতে আদায় হইতে পারিবে।

৪। আরজি নিয়ম অনুযায়ী হইলে, মোকদ্দমার কারণ প্রকাশিত থাকিলে এবং উপযুক্ত কোর্টফি যুক্ত হইলে (যদি নামঞ্জুর না হয়) গৃহীত হইবে। গৃহীত হইলে মোকদ্দমার শুনানীর তারিখ দেওয়া হইবে এবং উপযুক্ত সময়ে প্রার্থনা

করিলে বাদীর সাক্ষীগণ ও প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করা হইবে।

৫। সমন জারীর পূর্ব্বে সাবডিভিসনাল অফিসার উপযুক্ত মনে করিলে প্রতিভূ স্বরূপ কোর্ট ফির মূল্যের ৫ গুণ টাকা জমা করিবার জন্য বাদীকে আদেশ করিতে পারেন এবং বাদীর দাবী বঞ্চনা যুক্ত, অমূলক বা বিরক্তিকর প্রমাণিত হইলে, উক্ত টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে বা বিবাদী পাইতে পারে। সাবডিভিসনাল অফিসারের অধীনস্থ আদালত ঐরূপ করা আবশ্যক বোধ করিলে সাবডিভিসনাল অফিসারের নিকট নথী পাঠাইয়া তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিতে হইবে।

৬। মোকদ্দমা শুনানীর স্থান, সময়, মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও উদ্দেশ্য এবং ইযু ধার্য্য কি নিষ্পত্তি জন্য ইহা সমনে উল্লেখ থাকিবে। উপরোক্ত বর্ণনা সহ এক খণ্ড কাগজ বাদীকে দেওয়া হইবে। ইযু ধার্য্যের কথা থাকিলে, যদি আদালতে যে কারণ বা জবাব প্রকাশ আছে, তাহাতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার উপযুক্ত হয় তবে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতে পারে; কিন্তু যে কোন পক্ষ মুলতবীর দাবী করিতে পারে। যদি নিষ্পত্তির জন্য সমন হয়, তাহাহইলে সাক্ষী উপস্থিত না হইলেও বিশেষ উপযুক্ত কারণ বিনা বাদী মুলতুবীর জন্য দাওয়া করিতে পারিবে না। প্রতিবাদী তাহার সাক্ষী গুজরান জন্য একবার মুলতুবীর প্রার্থনা করিতে পারে। কোন প্রতিবাদী ইচ্ছা করিলে লিখিত জবাব দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা আরজি লিখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা লেখা-

হিতে হইবে। সাধারণতঃ প্রতিবাদীকে মৌখিক এজাহার দ্বারা জবাব দিতে দেওয়া হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

শুনানী।

৭। পক্ষগণ ও সাক্ষীগণ, যাহারা মৌখিক সাক্ষ্য দিবে, তাহাদের হলফান জবানবন্দী লওয়া হইবে। তাহাদের সাক্ষ্যের সার মর্ম্ম উপযুক্তরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নথীভুক্ত করা হইবে।

৮। মহলত যতদূর সম্ভব, দেওয়া হইবে না—কিন্তু উপযুক্ত কারণ থাকিলে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যদি কোন মহলত কোন পক্ষের সুবিধার জন্য দেওয়া হয়, তবে বিচারকারী আদালত যাহার সুবিধার জন্য মুলতুবী হয়, তাহাকে মুলতুবী খরচ দিবার আদেশ দিবেন; কিন্তু ঐ খরচ মোকদ্দমার খরচ বলিয়া গণ্য হইবে না। মোকদ্দমা বিচারের স্থান বা তারিখ পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার নোটিশ পক্ষগণকে দেওয়া হইবে।

৯। বাদী আরজী সহিত দলিল দাখিল করিবে। প্রতিবাদী তাহার জবাবের সহিত দাখিল করিবে; আদালতের অনুমতি ব্যতীত কোন দলিল পরে লওয়া হইবে না।

১০। যদি কোন পক্ষই শুনানীর দিন হাজির না হয়, তবে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে। যদি কেবল বাদী উপস্থিত হয়, তবে একতরফা নিষ্পত্তি হইবে; কিন্তু সমনজারীর ও দাবীর প্রমাণ ব্যতীত কোন্ দাবীই ডিক্রি হইবে না। যদি বাদী হাজির না

হয়, কিন্তু প্রতিবাদী হাজির হয়, তবে মোকদ্দমা অনুপস্থিতে ডিস্‌মিস্‌ হইবে। কিন্তু প্রতিবাদী দাবী কিম্বা তাহার কোন অংশ স্বীকার করিলে আদালত প্রতিবাদীর স্বীকার বাক্য দ্বারা যত-দূর হইতে পারে, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সেই পরিমাণ ডিক্রি দিবেন।

১১। যদি কোন পক্ষ উপস্থিত না হয় এবং মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হয়, তবে বাদী (তমাদি আইন দ্বারা বারিত না হইলে) নূতন নালিশ করিতে পারে; কিম্বা ডিস্‌মিসের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন সময় মধ্যে তাহার অনুপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে কোর্টের সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে আদালত ডিস্‌মিসের হুকুম অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা পুনঃস্থাপন পূর্ব্বক বিচার করিতে পারেন। কোন মোকদ্দমা প্রতিবাদীর প্রতিকূলে একতরফা ডিক্রি হইলে, সে তাহা রদ করিবার জন্য আদালতে প্রার্থনা করিতে পারে; এবং তাহার হাজিরের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে হাজির না হওয়ার উপযুক্ত কারণ সম্বন্ধে আদালতের সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে আদালত ঐ একতরফা ডিক্রি রদ করিয়া মোকদ্দমার পুনঃবিচার করিতে পারেন; কিন্তু প্রতিবাদীকে ডিক্রিজারীর কোন পরোয়ানা হইতে ত্রিশ দিন মধ্যে একতরফা ডিক্রি রদের প্রার্থনা করিতে হইবে। মোকদ্দমা পুনঃস্থাপনের কিম্বা একতরফা ডিক্রি রদের কোন আদেশ অপর পক্ষকে পূর্ব্বে নোটিশ না দিয়া হইবে না।

১২। আদালত স্বয়ং কিম্বা কোন কমিশন পাঠাইয়া স্থানীয় তদন্ত করিতে পারেন এবং তজ্জন্য উপযুক্ত খরচ সাব্যস্ত করিতে পারেন। মোকদ্দমা জটিল হইলে অথবা পরিশ্রম সাধ্য হিসাব

অথবা বংশাবলীর ঠিকানা অথবা সীমানা সম্বন্ধীয় গোলযোগ থাকিলে, আদালত স্বয়ং স্থানীয় তদন্ত করিতে পারেন অথবা তজ্জন্য এক বা অধিক কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারেন; যে খরচ উপযুক্ত মনে করেন, তাহা স্থির করিবেন। যাহা গবর্ণমেণ্টের খরচ হইবে ও আদায় হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্টে দেওয়া হইবে।

১৩। বৃত্তান্ত-ঘটিত ইস্যু থাকিলে উভয় পক্ষের প্রার্থনা বা স্বীকার ক্রমে সালিসে অর্পিত হইতে পারে। প্রত্যেক পক্ষ এক এক জন ও আদালত একজন সালিস মনোনীত করিবেন। গ্রাম্য প্রধান, পরগণাইত বা সুপরিচিত ব্যক্তিগণ (যাঁহাদের নাম আদালতের বার্ষিক সালিস লিষ্টভুক্ত আছে) মধ্য হইতে সালিস লওয়া হইবে। সালিসগণ সম্বন্ধীয় আপত্তি আদালত কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইবে। আদালতের মনোনীত সালিস অগ্রণী হইবেন

সালিস। এবং আদালত ও পক্ষগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত কাগজাত বা সংবাদ গ্রহণ ও রক্ষা করিবেন। সালিস যেখানে যে প্রকার ইচ্ছা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং তাহা তাঁহাদের মতানুযায়ী হইতে পারিবে; এবং নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট দিবেন কিম্বা আবশ্যক হইলে সময় বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতে পারিবেন। রোয়দাদ দেওয়ার পূর্ব্বে যে কোন সময় উপযুক্ত কারণ থাকিলে আদালত সালিসী হইতে মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে পারিবেন। পক্ষগণ সাঁওতাল কিম্বা বিদেশীয়ই (দিকু) হউক, তাঁহাদের স্বগ্রামের মণ্ডল বা মাতব্বর প্রধান এমন একমাত্র ব্যক্তির উপরে তাহাদিগের মতভেদ সম্বন্ধীয় মামলা সালিসীর জন্য অর্পণ করিতে পারে এবং তাহাতে কোন প্রকার বাধা নাই। অথবা

পক্ষগণ মৌখিক স্বীকার বাক্য দ্বারা (যাহা আদালতে লিপিবদ্ধ থাকিবে) স্বাধীন সম্মতি দিয়া কিম্বা আদালতে কোন লিখিত দরখাস্ত দ্বারা (যাহা তাহাদিগকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে) স্বীকৃত হইয়া অন্য কোন এক ব্যক্তির উপর মীমাংসার ভার দিলে তাহাতে কোন বাধা নাই। উক্ত অবস্থায় আদালত নিজে কোন সালিস মনোনীত করিবেন না, কিন্তু পক্ষদের মনোনীত মণ্ডল প্রধান কিম্বা অন্য ব্যক্তিকেই একমাত্র সালিস নিযুক্ত করিবেন। কোন সালিসী বিচারে সাক্ষীগণকে ও পক্ষগণকে সালিসদের সমক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বিনা সমনে আনা যাইতে না পারিলে তজ্জন্য সালিসগণ ও পক্ষগণ আদালতের সাহায্য পাইবে। যে কোন পক্ষ দ্বারা এ সম্বন্ধে যে খরচ হইবে, তাহা মোকদ্দমার খরচ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। সালিস বা সালিসগণ তাহাদের রোয়দাদ মৌখিক বা লিখিয়া দিতে পারেন ; এবং রোয়দাদ বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে সমন করা যাইতে পারে। মৌখিক রোয়দাদ দিলে আদালত লিখিয়া লইবেন। সালিস বা সালিসগণ (যেরূপ ক্ষেত্র থাকে) কর্তৃক লিখিত বা মৌখিক রোয়দাদের মর্ম্ম প্রতিকার সম্বন্ধে (যাহা সালিস বা সালিসগণের বিবেচনায় দেওয়া উচিত বা অনুচিত) স্পষ্ট না থাকিলে, অর্পণকারী আদালত তাহাকে বা তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারেন। তখন আদালতে তাঁহারা যে মন্তব্য বা বর্ণনা করেন, তাহা উক্ত রোয়দাদের সামিল (অংশ) বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং সালিসগণ আদালতে উপস্থিত না থাকিলে এজন্য তাহাদিগকে সমন করিতে পারিবেন। পক্ষগণকে নোটিস দিয়া আদালতে রোয়দাদ বিবেচিত

রোয়দাদ।

হইবে। যদি রোয়দাদ সর্ব্ববাদী-সম্মত হয় এবং ঘুষ বা বঞ্চনা-মূলক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে রোয়দাদ বলবত হইবে। ঘুষ বা বঞ্চনা-মূলক হইয়া থাকিলে রোয়দাদ রদ করা হইবে। রোয়দাদ সর্ব্ববাদী সম্মত না হইলে, আদালত অধিকাংশের মত মঞ্জুর করিতে পারেন। অথবা তাহাতে অমত হইলে পরবর্ত্তী উচ্চ আদালতে অর্পণ করিতে পারেন; এবং উচ্চ আদালত তাহাতে সম্মত হইলে উক্ত রোয়দাদ চূড়ান্ত করিতে পারেন অথবা অমত হইলে রদ করিতে ও বিহিত আদেশ করিতে পারেন। পক্ষগণ প্রার্থনা করিলে বিনা খরচে, আবশ্যক হইলে ষ্ট্যাম্প দিয়া, রোয়দাদের অনুবাদ পাইবে।

১৫। সালিসগণের আবশ্যকীয় খরচ দাখিল করার জন্য পক্ষগণকে আদেশ করা যাইতে পারে। যদি কোন সালিস তাঁহার কার্য্যে অমনোযোগ করেন কিম্বা বঞ্চনা পূর্ব্বক মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় কোন স্বার্থ গোপন করেন, তাহা হইলে ৫০৲ টাকার অনধিক জরিমানা হইতে পারে। এই প্রকারের জরিমানা আদায় হইলে তাহা হেড-মেনের পুরস্কার ফণ্ডে জমা হইবে।

১৬। নিষ্পত্তি-পত্রে নিম্ন লিখিত বিষয় থাকিবে। (ক) পক্ষের নাম, (খ) দাবী, (গ) ইস্যু (ঘ) প্রত্যেক ইস্যুর কারণ সহ মন্তব্য (ঙ) যে প্রতিকার দেওয়া বা অস্বীকার করা

রায়।

গেল, তৎসহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি (চ) খরচের বিষয়ে আজ্ঞা (ছ) নির্দ্দিষ্ট হারে পিটিসন-রাইটারের ফিস্ এবং পক্ষগণ বা সাক্ষীগণের উপযুক্ত খরচ সম্বন্ধীয় হুকুম।

চতুর্থ অধ্যায়।

ডিক্রীজারী।

অনুচিত কঠোরতা ব্যতীত যত দূর সম্ভব, ডিক্রিজারী করা হইবে।

১৭। ঋণের জন্য কয়েদ হইবে না, কিন্তু ডিপুটীকমিশনার বঞ্চনাকারী পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ দেনদারকে (যে ক্ষমতা স্বত্তে টাকা দিতেছে না) আদালত অবমাননা জন্য জেলে দিতে পারেন; এবং তাহাকে যে কোন সময়ে মুক্তি দিতে বা পুনরায় জেলে দিতে পারেন। ঐ প্রকার জেলের পরিমাণ ৩ মাস পর্য্যন্ত হইবে।

আদম ক্রোক।

১৮। প্রতিবাদী আবশ্যকীয় পরিমাণ জামিন না দিলে কোন সম্পত্তি বা তাহাতে কোন স্বত্ব কিম্বা মোকদ্দমা ঘটিত কোন বিষয় নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করা যাইতে পারে।

ফসল ক্রোক।

১৯। কেবল মাত্র দায়েরী বাকী খাজনার দাবীতে মাঠের ফসল অথবা খামারের ফসল ক্রোক করা যাইতে পারে; এবং ক্রোকের আবশ্যকীয় খরচা এবং এক বৎসরের অনুর্দ্ধকালের খাজানার বাবদ মাত্র ক্রোক হইতে পারে। দাবীকৃত টাকা দেওয়া হইলে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া হইবে। যদি মালীক ফসল রক্ষা করিতে বা মাড়িতে অসম্মত বা অপারগ হয়, তবে আদালত যে কোন ব্যক্তিকে এজন্য নিযুক্ত করিতে পারেন এবং লভ্য হইতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাহাকে দেওয়া হইবে।

যদি এরূপ ব্যক্তি অথবা কোন পক্ষ এই সকল কার্য্যে

বঞ্চনা বা জবরদস্তি করে, তবে আইনতঃ শাস্তি ব্যতীত ৫০৲ টাকার অনধিক জরিমানা হইতে পারে। উপরোক্ত স্থল ভিন্ন খামারের বা মাঠের শস্য ক্রোক হইবে না।

২০। আদালতে লিখিত বা মঞ্জুরী কৃত না হইলে ডিক্রি পরিশোধের কোন বন্দোবস্ত গ্রাহ্য হইবে না।

ডিক্রীজারী।

২১। ৫০৲ টাকার অনধিক টাকার ডিক্রি, ডিক্রির তারিখ হইতে ১৫ দিন মধ্যে জারী করিতে হইবে; এবং অন্য ডিক্রি এক বৎসর মধ্যে জারী করিতে হইবে। ডিক্রি পরিশোধ না হইলে ডিক্রি বলবত থাকিতে যে কোন সময়ে পুনরায় ডিক্রিজারীর কার্য্য চলিতে পারিবে, কিন্তু ৩ বার ক্রোকের হুকুমে কোন মাল না পাওয়া গেলে ডিক্রি বাতিল হইবে; কিন্তু আদালতের সীমার মধ্যে দেনদার তাহার সম্পত্তি গোপন করিয়াছে এইরূপ জারীকারী আদালত জানিতে পারিলে ডিক্রী বাতিল হইবে না। শেষ জারীর কার্য্য বা চেষ্টা হইতে এক বৎসরের অধিক গত হইলে যে পর্য্যন্ত দেনদারকে কেন জারী হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার নোটিস না দেওয়া হয়, সে পর্য্যন্ত পুনরায় জারীর কোন কার্য্য করা হইবে না।

২২। দায়েরী জারীর কার্য্য ভিন্ন ৩ বৎসরের পরে ডিক্রী সাধারণতঃ বাতিল ও অকর্ম্মণ্য হয়। কিন্তু ৫০৲ টাকার উর্দ্ধ টাকার মোকদ্দমার ডিক্রির মিয়াদ ডিক্রির তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে পক্ষদের প্রার্থনা মতে, কিস্তিবন্দী সহজ করিবার জন্য ৬ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে। তাহার পরে ডিক্রি সর্ব্বপ্রকারে বাতিল ও অকর্ম্মণ্য হইবে।

২৩। অন্য জিলা হইতে যে সকল ডিক্রি সাঁওতাল পরগণার আদালতে জারীর জন্য পাঠান হইবে, তাহাও এই নিয়মাধীন কৃত ডিক্রির ন্যায় বিবেচিত হইবে। ১৮৬৭।১৯ শে আগষ্ট তারিখে গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের ৮ দফানুসারে সার্টিফিকেট থাকিলে, ইহার পূর্ব্বেকৃত সমস্ত কার্য্য আইন অনুযায়ী বিবেচিত হইবে। এখানকার ডিক্রী অন্য জিলাতে জারীর জন্য পাঠাইলেও এইরূপ সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

ক্রোক।

২৪। দায়িকের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, যাহা সে নিজে বিক্রয় করিতে পারে, তাহা ডিক্রিজারীতে ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবে। কিন্তু এই আইন অনুযায়ী জরিমানা আদায় ভিন্ন কৃষিকারী রায়তের নিম্ন লিখিত সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় হইবে না।

কাঁচা বাসগৃহ, আবশ্যকীয় বাহির বাড়ী ও গোলা, গৃহস্থালী ও চাষের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি, হালের বলদ (২ জোড়া পর্য্যন্ত) পুনরায় ফসল না কাটা পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় বীজাদি ও পারিবারিক খাদ্য শস্য, জেলের এক মাত্র নৌকা ও জাল, গাড়োয়ানের গাড়ী ও এক জোড়া বলদ।

২৫। মালীকী স্বত্ব বিক্রয় কমিশনরের সম্মতি ক্রমে এবং প্রজাস্বত্ব বিক্রয় ডিপুটী কমিসনরের সম্মতি ক্রমে হইতে পারে। জমিদারকেও আপত্তি করিবার সুযোগ দেওয়াইতে হইবে। যে প্রজার স্বত্ব বিক্রয় যোগ্য নহে, তাহাকে ডিপুটী কমিশনরের সম্মতি ক্রমে বাকী খাজনার ডিক্রিজারীতে উৎখাত ও তাহার জমি পুনঃ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

২৬। জারীর প্রথম দরখাস্তে অস্থাবর যে সম্পত্তি

ক্রোক করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু পরবর্ত্তী সমস্ত দরখাস্তে তাহা করিতে হইবে। অস্থাবর সম্পত্তি নিঃশেষ না হইলে স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রিজারী চলিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

সমন। ২৭। বাদী প্রতিবাদীর প্রতি নিজে সমন জারী করিতে পারে অথবা খরচ দিয়া আদালত দ্বারা জারী করাইতে পারে। সমন প্রতিবাদীর নিজের হাতে জারী করিতে হইবে। তাহাকে পাওয়া না গেলে এক পরিবারভুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর, তদভাবে গ্রামের প্রধান বা চৌকীদারের সম্মুখে প্রতিবাদীর বাড়ীতে লটকাইয়া জারী করিবে। জারী সম্বন্ধে তাহাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত রসিদ বা সার্টিফিকেট লইতে হইবে; এবং সম্ভবপর হইলে ঐ রসিদ বা সার্টিফিকেট সাক্ষী দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে এবং সাক্ষীগণ চাহিবা মাত্র তাহা দিতে বাধ্য হইবে। সমন বাহির হইবার পূর্ব্বেই সাক্ষী খরচ জমা দিবার জন্য আদালত হুকুম দিতে পারেন এবং সাক্ষীগণের সাক্ষ্য দিবার অগ্রেই তাহাদিগের খরচ দিবার হুকুম দিতে পারেন। সাক্ষীগণ (খরচ দেওয়া হউক বা না হউক) সমন পাইলেই হাজির হইবে এবং সাক্ষ্য দিবে (আদালতের আবশ্যক মতে)। খরচ না দেওয়া পর্য্যন্ত আদালত তাহাদের সাক্ষ্য না লইতে পারেন এবং তাহাদের সাক্ষ্য ব্যতীত মোকদ্দমা চালাইতে পারেন।

২৮। ক্রোকী পরোওয়ানাতে পক্ষগণের নাম, ঋণ এবং খরচ, যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহার আনুমানিক

মূল্য সহ বর্ণনা ও জারী কারক কর্ম্মচারীর নাম লিখিত থাকিবে। গ্রামস্থ মাতব্বর লোক এবং প্রধানের সম্মুখে ঢোল সহরত পূর্ব্বক প্রকাশ্য ভাবে পরোয়ানা জারী করিতে হইবে। ক্রোকী সম্পত্তির তালিকায় তাহাদের জারীর রসিদ লইতে হইবে।

ক্রোক। ২৯। অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত করিয়া ক্রোক করিতে হইবে—স্থাবর সম্পত্তির ক্রোকে দেনদার বা যাহার অধিকারে স্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহাকে সংবাদ দিয়া যে উক্ত সম্পত্তি আদালতের অধীনে আসিল এবং আদালতের অন্য হুকুমের পূর্ব্বে দেনদারের কোন প্রকার হস্তান্তর বাতিল ও বে আইনি হইবে এরূপ নোটীস্ দিয়া ক্রোক করিতে হইবে; এবং তাহার এক খণ্ড নকল জমি অথবা অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির উপরে এবং একখণ্ড আদালত গৃহে লটকাইয়া দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের খারিজা সম্পত্তি হইলে ডিপুটী কমিসনার আদালতে লটকাইবার জন্য এক খণ্ড তথায় পাঠাইতে হইবে। ক্রোক করিবার জন্য কেহ রাত্রিতে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বাহিরের কোন দ্বার ভাঙ্গিতে পারিবে না। কিন্তু প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকদিগকে বাহির হওয়ার উপযুক্ত সময় দিয়া ভিতরেব দরজা ভাঙ্গিতে পারে।

৩০। ক্রোকী সম্পত্তি গ্রামের মাতব্বর বা প্রধানের জিম্বায় রাখা হইবে; তাহারা প্রাপ্তির এক খানা রসিদ দিবে। এবং ক্রোকী মাল উপযুক্তমত ভাল ভাবে উপস্থিত করিবে। যে সকল সম্পত্তি সহজে ধ্বংস হইতে পারে, তাহা ক্রোকের পর অবিলম্বে বিক্রয় করা হইবে। অন্যান্য অস্থাবর সম্বন্ধে, (ক্রোকী পরোয়ানা জারী হওয়ার পর, বিক্রয় জন্য স্থান এবং জারীর

তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ দিন পরে দিন স্থির করিয়া নোটিস্ জারী করিতে হইবে।

আদালত গৃহে লটকান নীলাম ইস্তাহারের তারিখ হইতে অন্যূন ৩০ দিন পরে প্রকাশ্য আদালতে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইবে। উক্ত ইস্তাহারের এক খণ্ড বিক্রয়ের ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে ডিপুটী কমিসনার কোর্টে জারী করা হইবে। অন্য কোন প্রচলিত নিয়মে উক্ত মর্ম্মে স্থানীয় নোটীস দিতে হইবে। স্থাবর সম্পত্তির নীলাম ইস্তাহারে নীলামের সময়, স্থান এবং যত দূর সম্ভব নিম্ন লিখিত বিষয় লিখিতে হইবে।

ক। যে সম্পত্তি নীলাম হইবে।

খ। যে সম্পত্তি নীলাম হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দায়ী মহালগত কিম্বা মহালের একাংশগত স্বার্থ হইলে ঐ মহালের কিম্বা অংশের যত রাজস্ব ধার্য্য আছে।

গ। সম্পত্তি কোন দায়াবদ্ধ থাকিলে তাহা।

ঘ। যত টাকা আদায় জন্য নীলামের আজ্ঞা হয়।

ঙ। সম্পত্তির রকম ও মূল্য বুঝিবার জন্য আদালতের বিবেচনায় ক্রেতার আর যে যে কথা জানা দরকার।

নীলামের দিন ও স্থান পরিবর্ত্তনের কথা ঘোষণা করিতে হইবে। যদি দেনদার ক্রোককারী কর্ম্মচারীকে খরচ সহ সম্পূর্ণ দেনা টাকা দেন, তবে জারীর কার্য্য স্থগিত হইবে। যদি নীলামের পূর্ব্বে তজ্জন্য কোন টাকা দেওয়া হয়, কিম্বা তজ্জন্য টাকা আদালতে দেওয়া হয়, তবে জারীর কার্য্য স্থগিত ও সম্পত্তি ক্রোক মুক্ত হইবে।

নীলাম। ৩৯। ক্রোকী সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রীত

হইবে। আদালত তাহার নিম্ন মূল্য স্থির করিবেন। উচ্চ ডাক আদালতের স্থিরীকৃত নিম্ন মূল্য হইতে কম না হইলে গৃহীত হইতে পারে। অল্প হইলে অন্য সুবিধাজনক সময়ের জন্য নীলাম স্থগিত হইবে এবং তজ্জন্য হুকুম প্রার্থনা করিতে হইবে। আদালত ডাক গ্রাহ্য করিতে বা নীলামে চালাইতে হুকুম দিতে পারেন। অস্থাবর সম্পত্তির নীলামে উচ্চ ডাককারীর ডাক গৃহীত হইলে ডাকের সমস্ত টাকা নীলামের দিনই জমা দিতে হইবে। এবং স্থাবর সম্পত্তি নীলামে নীলামের দিন এক চতুর্থাংশ জমা দিতে হইবে। যদি ক্রেতা টাকা দিতে অপারগ হয়, তবে সম্পত্তি পুনরায় নীলাম করা যাইবে, এবং যদি পুনঃ নীলামে পূর্ব্ব ডাক হইতে অল্প ডাক হয়, তবে আদালত, পূর্ব্ব ডাককারী হইতে তাহার ডাক এবং পুন নীলামের উচ্চ ডাক যে পরিমাণ কম হয়, তাহা এবং পুনঃ নীলামের খরচ শাস্তি স্বরূপ আদায় করিতে পারেন। আদালত কর্তৃক নীলাম খরিদা সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। যদি ডিক্রি জারীতে বিক্রীত সম্পত্তি অস্থাবর হয়, তবে তৎক্ষণাৎ অর্পণ দ্বারা এবং স্থাবর সম্পত্তি হইলে ঢোল সহরত দ্বারা বা অন্য যে রীতি থাকে, তদ্রূপে খরিদদার বা তাহার পক্ষের অন্য লোককে দখল দিতে হইবে। স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ডিক্রি হইলে এই দফার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দখল দেওয়া হইবে।

৩২। ন্যায্য নীলাম খরচা বাদে বক্রী টাকা ডিক্রিদারের দাবী ও খরচ পরিশোধে ব্যয়িতে হইবে এবং তৎপর যদি অবশিষ্ট টাকা থাকে, তবে দাইককে দেওয়া হইবে। ৩০ দিন গতে বা

আপত্তি থাকিলে তাহা শেষ হইলে ডিক্রিদার টাকা উঠাইয়া লইতে পারেন।

৩৩। ডিক্রিদার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না লইয়া কোন ক্রমেই নীলাম ডাকিতে পারিবে না। দাইক ডিক্রির টাকা দাখিল না করিলে নীলাম চলিবে ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু যদি নীলামকারী আদালত কঠোরতাবশতঃ কোন ক্রোকী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ মুক্ত দিতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত আদালত তৎকারণসহ অনুরোধ করিয়া কমিশনার বাহাদুরের হুকুম পাওয়ার জন্য দস্তুর অনুসারে অবিলম্বে রিপোর্ট করিবেন; এবং তদ্বিষয়ে কমিশনারের হুকুম চূড়ান্ত হইবে। এই হুকুম দ্বারা কোন সম্পত্তি বিক্রয় হইতে মুক্ত হইলে ডিক্রিদারের অন্য কোন প্রকারে ডিক্রিজারী করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইবে না।

৩৪। দেনদার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আদম ক্রোকীতে অথবা ডিক্রিজারীতে অথবা ফসল ক্রোকে ক্রোকী সম্পত্তি সম্বন্ধে দাবী করিয়া যদি কোর্ট ফি এবং জামিন দেয় তবে তৎক্ষণাৎ তদন্ত করা হইবে এবং বিক্রয় কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকিবে। যদি দাবী গ্রাহ্য হয় তবে মুক্ত দেওয়া সম্পত্তির মূল্যের অনধিক টাকা (যাহা আদালত উপযুক্ত মনে করেন) খরচ বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ডিক্রির টাকা হইতে কাটিয়া দাবীদারকে দেওয়া যাইতে পারে। দাবী অগ্রাহ্য হইলে ন্যায্য এবং উপযুক্ত খরচ দাবীদারের বিরুদ্ধে অথবা দেনদারের অথবা উভয়ের বিরুদ্ধে ডিক্রিদারকে ডিক্রি দেওয়া যাইতে পারে। এই দফানুসারে হুকুম চূড়ান্ত হইবে কিন্তু ডিক্রিদার বা দাবীদার যাহার বিরুদ্ধে এই

হুকুম হয় তাহাদের নিয়ম মত মোকদ্দমা আনিবার অধিকার থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অক্ষম ঋণীত্ব (দেউলীয়া)।

ইনসলভেণ্ট। ৩৫। কোন দেনদার তাহার ঋণের ও সমস্ত সম্পত্তির একটি প্রকৃত তালিকা দাখিল করিলে যদি আদালত সন্তুষ্ট হন, যে তাহাতে কোন তঞ্চকতা নাই, তবে উক্ত দেনদার তাহার সমস্ত সম্পত্তি আদালতে ছাড়িয়া দিলে আদালত আইনতঃ কোন জরিমানার টাকা ও বাকী খাজানার দেনা বাদে অন্যান্য দেনা হইতে তাহাকে মুক্ত দিতে পারেন। ২৪ দফানুসারে যে সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে, কেবল তাহাই ছাড়িয়া দিতে হইবে। আদালত ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশ মহাজনদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন। যদি দেনদার কর্ত্তৃক মিথ্যা ব্যবহার, গোপন করা কিম্বা তঞ্চকতা প্রকাশ পায়, তবে তাহার মুক্তি রদ করা যাইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়।

নানাবিষয়ক।

৩৬। আদালত কর্ত্তৃক খাজানা বৃদ্ধি বা জোত ছাড়িয়া দেওয়ার নোটিস জারী হইবে না।

৩৭। সবডিভিসনাল অফিসারের অনুমতি ব্যতীত কোন

মোক্তার বা উকিল নিযুক্ত করা যাইবে না। উক্ত অনুমতি প্রায়শঃ বিশেষ কারণ ব্যতীত দেওয়া হইবে না। তাহাদের ফিস খরচ মধ্যে গণ্য হইবে না।

থাজানা আমানত

৩৮। যদি কোন রায়ত হলফান এজাহার দেয় যে—

ক। থাজনার টাকা দিতে গেলে জমিদার টাকা নিতে অস্বীকার করিয়াছে,

খ। অথবা ইতিপূর্ব্বে টাকা নিতে অস্বীকার বা রসিদ দিতে অস্বীকার করা হেতু তাহার বিশ্বাস যে থাজনার টাকা পাওনাদার লইবে না ও রসিদ দিবে না,

গ। কিম্বা সে সহাংশীগণ হইতে এজমালী রসিদ পাইবে না (যে সকল সহাংশী পূর্ব্বে তাহার নিকট হইতে এজমালীতে টাকা লইয়াছে) এবং তাহার নিকট থাজনা লইতে কোন ব্যক্তি উক্ত সহাংশীগণ হইতে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় নাই।

ঘ। কিম্বা থাজনা কাহার প্রাপ্য, এসম্বন্ধে তাহার সরল ভাবে সন্দেহ আছে, তবে সে সবডিভিসনাল কোর্টে থাজনা জমা দিতে পারে, এবং তিনি পক্ষগণের উপর নোটিস জারী করিবেন।

থাজনা পাওনাদার আদালতে টাকা পাইবার দরথাস্ত করিতে পারে এবং আদালত বিহিত হুকুম দিবেন। অথবা অধিকতর থাজনার দাবী থাকিলে তাহা প্রবল করার জন্য দাখিলের তারিখ হইতে ৬ মাস মধ্যে পক্ষগণ নালিশ করিতে পারে। কিন্তু সে স্থলে দাখিলী টাকা বাদ দিয়া কেবল বাকী দাবীর জন্য নালিশ করিতে হইবে। এবং মোকদ্দমা দায়ের করিবার পূর্ব্বে বা পরে যে কোন সময়ে আমানতী টাকা

উঠাইয়া লইতে পারা যায় এবং তাহাতে তাহার মোকদ্দমার কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু প্রজা কোন সন্দেহ জনক স্বত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিলে আদালত তাহাদের সকলের উপর নোটিস জারী করিবেন এবং বিহিত হুকুম দিবেন।

সাঁওতাল পরগণার বিচার বিষয়ক আইন।
(১৮৯৩।৫ আইন (১৮৯৯।৩ আইন দ্বারা সংশোধিত)।

প্রথম অধ্যায়।

১। এই আইন সাঁওতাল পরগণার বিচার বিষয়ক আইন নামে অভিহিত হইবে।

২। ১৮৫৭ সালের ১০ আইনের লিখিত এবং সকৌন্সেল গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের ১৮৭২ সনের ১২ই মার্চ্চ তারিখের ৪৭৮ নং বিজ্ঞাপনে বর্ণিত সমস্ত সাঁওতাল পরগণায় এই আইন কার্য্যকরী হইবে।

৩। এই আইন গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের অনুমোদন পাইবার ৩ মাস মধ্যে যে তারিখে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এই আইন কার্য্যকরী হইবে বলিয়া নোটিস দিবেন, সেই তারিখ হইতে কার্য্যকারী হইবে।

২। ১৮৫৫ সালের ৩৭ আইনের ৩ দফায় যে অংশ "পরি-

LIBRARY

চালিত হইবে” পদ হইতে আরম্ভ করিয়া “তিনি অথবা তাহারা” পদ পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত এবং ঐ আইনের ৪র্থ ও ৫ম দফার সমস্ত অংশ এবং সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট আইনের ৪র্থ দফা এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি বিষয়ক বিধি সমূহের (যাহা লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ৩৮০৩ নং চিঠি অনুসারে ১৮৭৩ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে অনুমোদিত হয়) ৪২শ বিধির সমস্ত অংশ এই আইন দ্বারা রদ করা হইল।

৩। (ক) এই আইনে কমিসনার অর্থে ভাগলপুর ডিভিসনের কমিসনার বাহাদুরকে বুঝাইবে।

(খ) ডিপুটী কমিসনার অর্থে সাঁওতাল পরগণার ডিপুটী কমিসনার বাহাদুরকে বুঝাইবে।

৪। নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনাধীনে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন সাঁওতাল পরগণায় কার্য্যকরী হইবে।

(ক) হাইকোর্ট অর্থে যে স্থলে ইউরোপিন বৃটিস প্রজা কিম্বা উক্ত ব্রিটিস প্রজার সহিত একত্র অন্য কেহ অপরাধী বিবেচিত হয়, তাহাতে বঙ্গীয় ফোর্টউইলিয়ম দুর্গস্থ হাইকোর্টকে বুঝাইবে।

(খ) অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা স্থলে—(অ) সেসন কোর্টের দ্বারা বিচারিত মোকদ্দমায় এবং মূল মোকদ্দমা বা আপীল মোকদ্দমা যাহাতে নির্দ্দোষী সাব্যস্তের হুকুম হয় সে স্থলে (৪১৭ ধারার আপীলে) বঙ্গীয় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গস্থ হাইকোর্টকে বুঝাইবে (আ) অন্যান্য স্থলে ভাগলপুরের কমিসনার বাহাদুরকে হাইকোর্ট শব্দে বুঝাইবে।

৪/২। সাঁওতাল পরগণা একটী সেসন ডিভিসন হইবে এবং ঐ সেসন ডিভিসনে বীরভূমের সেসন জজ ও কোর্ট তাহার সেসন জজ ও কোর্ট হইবেন। এবং সাঁওতাল পরগণার মধ্যেই সেসন কোর্টের অধিবেশন হইবে।

৪/৩। ডিপুটী কমিসনার ব্যতীত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তি (৩৪৯ ধারানুযায়ী) দোষী সাব্যস্ত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হইলে ডিপুটী কমিসনার বাহাদুরের নিকট আপিল করিতে পারে

৪/৪। কোন ব্যক্তি (৩০৯ ধারানুযায়ী) ডিপুটী কমিসনার দ্বারা দোষী সাব্যস্ত বা শাস্তি প্রাপ্ত হইলে হাইকোর্ট স্বরূপে কমিসনার বাহাদুর সমীপে আপিল করিতে পারে।

৪/৫। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮ ধারামতে কোন ক্ষমতা সেসন কোর্টের রহিল না।

৪/৬। আপিল হইলে নিম্নতন আদালতের শাস্তি আপিল আদালত বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু ডিপুটি কমিসনার ব্যতীত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল হইলে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের যত দূর শাস্তিদিবার ক্ষমতা আছে, তদতিরিক্ত শাস্তি আপিল কোর্ট দিতে পারিবেন না।

৪/৭। ফৌজদারী কার্য্যবিধিতে বিধান থাকিলেও কার্য্যবিধির অনিয়ম হেতুক অবিচার না হইয়া থাকিলে, অথবা অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে, কোন রায় শাস্তি বা হুকুম, মোসনে বা আপিলে রদ বা পরিবর্ত্তিত হইবে না।

৪/৮। ৫৫৪ ধারার ২ দফায় অন্যান্য বিষয় সহ নিম্নলিখিত বিষয় নিয়মিত হইবে যথা

ক। কোন পরোয়ানা জারীর তলবানা।

খ। কোন নথীর নকল অথবা তালাসী জন্য ফি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেওয়ানী বিচার।

৫। সেটেলমেণ্ট অফিসারের আদালত ব্যতীত ২ প্রকার আদালত সাওতাল পরগণায় থাকিবে যথা

ক। বাঙ্গলা, উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ ও আসামের ১৮৮৭ সনের সিভিল কোর্ট আইন দ্বারা স্থাপিত আদালত।

খ। ১৮৫৫ সনের ৩৭ আইনের ২ দফা অনুসারে শ্রীযুক্ত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর দ্বারা স্থাপিত আদালত—

৬। নিম্ন লিখিত প্রকারে এই অধ্যায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা—

১ম। বাঙ্গালা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং আসামের ১৮৮৭ সালের সিভিল কোর্ট আইন দ্বারা স্থাপিত আদালত সমূহ।

২য়। ১৮৮৫ সালের ৩৭ আইনের ২ ধারানুসারে নিযুক্ত কর্ম্মচারী সমূহ।

প্রথম অংশ।

৭। ১৮৮৭ সালের বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ এবং আসামের সিভিল কোর্ট আইনানুসারে স্থাপিত সাওতাল পরগণার আদালত সমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবে যথা—

১। ডিষ্ট্রীক্ট জজকোর্ট

২। সাবর্ডিনেট জজ কোর্ট

৮। ডিপুটী কমিসনার বাহাদুর ডিষ্ট্রীক্ট জজ হইবেন। এবং লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কোন সাবডিভিসনাল অফিসারকে সবজজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৯। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৫ ধারার বিধান অনুযায়ী এক হাজার টাকার ঊর্দ্ধ দাবীর মোকদ্দমায় এবং সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট আইন দ্বারা অথবা সাময়িক প্রচলিত কোন আইন দ্বারা যে সমস্ত মোকদ্দমা বিচারিত হইবার কোন বাধা না থাকে, তাহার বিচার ক্ষমতা ডিষ্ট্রীক্টজজ এবং সবজজদিগের থাকিবে, কিন্তু কোন টাকার মোকদ্দমার দাবী সুদ বাদে ৫০০ টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে তাহার বিচার ক্ষমতা রহিল না।

১০। ভাগলপুরে প্রচলিত দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে ঐ সকল মোকদ্দমায় বিচার পদ্ধতি পরিচালিত হইবে। এবং ঐ সকল মোকদ্দমায় আপিলযোগ্য স্থলে কোন হুকুম বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল মোকদ্দমা বাঙ্গলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং আসাম দেশের ১৮৮৭ সালের সিভিল কোর্ট আইনের ২০ এবং ২১ ধারা এবং দেওয়ানী কার্য্য বিধির ৫৮৪ ধারার পদ্ধতি অনুসারে চালিত হইবে। এবং সেই স্থলে হাইকোর্ট শব্দে ফোর্টউইলিয়ম দুর্গস্থ হাইকোর্ট বুঝাইবে।

১১। ১৮৮৭ সালের সিভিল কোর্ট আইন অনুসারে স্থাপিত সাঁওতাল পরগণার কোন আদালতে ঐ আইনের ৩ হইতে ৯ ধারার এবং ১২, ১৮, ১৯, ২২ হইতে ২৫, ২৭ হইতে ৩৬ এবং ৪০ ধারা প্রয়োজ্য হইবে না।৷

দ্বিতীয় অংশ।

১২। বঙ্গদেশের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক ১৮৫৫ সনের ৩৭ আইন অনুসারে স্থাপিত আদালত সমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

১। কমিসনার আদালত।

২। ডিপুটী কমিসনার আদালত।

৩। সাবডিভিসনাল অফিসার আদালত।

৪।। ডিপুটী কালেক্টর আদালত (যাহাদের সাবডিভিসনের চার্জ্জ নাই) এবং সাবডিপুটী কালেক্টর আদালত।

১৩। সাবডিভিসনাল আপিসের সংখ্যা, ডিপুটী কালেক্টর আদালতের সংখ্যা (যাহাদের সাবডিভিসনের চার্জ নাই) এবং সাবডিপুটী কালেক্টর আদালতের সংখ্যা ও উহাদের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির ও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

১৪। ১৮৯৩ সনের ২৯ শে আগষ্ট তারিখের বিজ্ঞাপনী দ্বারা লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সাবডিভিসনাল অফিসার ব্যতীত অন্য ডিপুটী কালেক্টরগণকে ৫০০ টাকা দাবী পর্য্যন্ত মোকদ্দমা (যাহা ১৮৮৭ সনের সিভিলকোর্ট এক্ট দ্বারা স্থাপিত আদালত দ্বারা বিচারিত হইবার যোগ্য নহে) এবং সাবডিপুটী কালেক্টরগণকে ২০০৲ দাবী পর্য্যন্ত মোকদ্দমা বিচার করিবার হুকুম দিলেন। ইহাদের কার্য্য সীমা সমস্ত সাবডিভিসনে ব্যাপ্ত হইবে।

১৫। ১৮৮৭ সালের সিভিলকোর্ট আইনের বিধান অনুযায়ী স্থাপিত আদালত কর্ত্তৃক গ্রাহ্য মোকদ্দমায় বঙ্গীয় কোর্ট

উইলিয়ম দুর্গস্থ হাইকোর্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে ১৮৬৫ সালের ৩৭ আইনের ২ ধারার ১ম বিধানের এবং এই আইনের ১০ এবং ১৫ ধারার বিধানের বশবর্ত্তীতে এবং সাময়িক প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধানের বশবর্ত্তীতে সাঁওতাল পরগণার সাময়িক দেওয়ানী বিচার বিষয়ে বিধানাদি করা সম্বন্ধে কমিসনার বাহাদুর হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৪। বাঙ্গলা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও আসামের ১৮৮৭ সালের সিভিলকোর্ট আইন অনুযায়ী স্থাপিত আদালত কর্ত্তৃক বিচার্য্য হাজার টাকার উপর দাবীর মোকদ্দমার বিচার এবং নিষ্পত্তি সম্বন্ধে উক্ত (১৫ ধারার) সমস্ত বিধানের অধীনে এবং সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট রেগুলেসন আইনের ১০ ধারানুযায়ী সাময়িক প্রচলিত বিধি এবং হুকুমের অধীনে এবং এই আইনের ১৫ ধারার বশবর্ত্তীতে উক্ত সমস্ত বিষয়ের জন্য ডিঃ কমিসনরের আদালত প্রধান মূল দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে। এবং সাঁওতাল পরগণার জিলা কোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা ঐ বিজ্ঞাপনে বর্ণিত কোন আইনের বিচার সম্বন্ধে কোন সাবডিভিসনাল আদালতকে তাহার স্থানীয় বিচার্য্য সীমার মধ্যে জেলাকোর্ট বিবেচিত হইবার আদেশ করিতে পারেন।

১৫। ভারতবর্ষীয় ডাইভোর্স আইন সম্বন্ধে কমিসনার ডিষ্ট্রীক্ট জজ বলিয়া গণ্য হইবেন এবং বঙ্গীয় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গস্থ হাইকোর্ট, হাইকোর্ট বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৬। অন্যান্য দেওয়ানী আদালত সমূহের উপর সাধারণ

কর্ত্তৃত্ব এবং শাসনভার কমিসনারের উপর থাকিল এবং ঐ সমস্ত আদালত কমিসনরের অধীন আদালত বলিয়া গণ্য হইবেন।

কমিসনার আদালতের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব এবং শাসনাধীনে ডিপুটী কমিসনার তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর দেওয়ানী আদালত সমূহের উপর শাসন করিবেন।

২৭/১। এই অধ্যায়ের এই অংশের রিভিসন সম্বন্ধীয় বিধানের বশবর্ত্তীতে, সাবডিভিসনাল অফিসার কর্ত্তৃক ৫০্ টাকার অনূর্দ্ধ দাবীর মূল মোকদ্দমার অথবা ডিপুটী কমিসনার বাহাদুর কর্ত্তৃক ১০০, টাকার অনূর্দ্ধ দাবীর মূল মোকদ্দমার কোন ডিক্রি বা হুকুম (স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন বিবাদ না থাকিলে কিম্বা তৎ সংক্রান্ত কোন চাকুরী বিষয়ে স্পষ্টতঃ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কোন ইসু না থাকিলে) চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭/২। অন্যান্য মূল মোকদ্দমায় কোন হুকুম বা ডিক্রি সাবডিপুটী কালেক্টর কিম্বা সাবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত ভিন্ন অন্য কোন ডিপুটী কালেক্টর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে, তাহার বিরুদ্ধে আপীল সাবডিভিসনাল অপিসারের নিকট হইবে।

২৭/৩। সাবডিভিসনাল আপিসারের হুকুম বা ডিক্রির বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট আপিল হইবে।

২৭/৪। মূল মোকদ্দমায় ডিপুটী কমিশনার বাহাদুরের হুকুমের বিরুদ্ধে কমিশনার বাহাদুরের নিকট আপিল হইবে।

১৮। এই অধ্যায়ের এই অংশের রিভিসন সংক্রান্ত নিয়মের বশবর্ত্তীতে নিম্ন আদালতের কোন নিষ্পত্তি,আপিল আদা-

লতের হুকুম বা ডিক্রিতে স্থিরীকৃত থাকিলে ঐ আপিল বা হুকুমের ডিক্রি চূড়ান্ত হইবে। এবং সাবডিভিসনাল অফিসার বা ডিপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক নিম্ন আদালতের কোন নিষ্পত্তি কোন প্রকার পরিবর্ত্তিত না হইলে ২য় আপিল হইবে না। ২য় আপিল কমিসনারের নিকট হইবে এবং তাহাতে হুকুম বা ডিক্রি চূড়ান্ত হইবে।

১৮। যে সকল মোকদ্দমার আপিল চলে না অথবা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আপিল না করার সন্তোষজনক কারণ দর্শান হয় তাহাতে কমিসনার বা ডিপুটী কমিসনার স্বেচ্ছাক্রমে বা অন্য কোন প্রকারে নিম্ন আদালতের নথী তলব করিতে পারেন, এবং বিহিত হুকুম প্রদান করিতে পারেন।

১৯। ডিপুটী কমিশনারের অধীনস্থ সাবডিভিসনের ভার-প্রাপ্ত ব্যতীত অন্যান্য ডিপুটীকালেক্টরের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে প্রথম দফানুযায়ী ক্ষমতা পরিচালন (নথী তলব করিয়া রিভিসনকরা) করিবার ক্ষমতা ডিপুটী কমিশনার লিখিত হুকুম দ্বারা সাব-ডিভিসনাল অফিসারকে দিতে পারেন। (১৮৯৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারীর ডিপুটী কমিশনারের ৪০৪৪ নং চিঠি অনুযায়ী সমস্ত সাবডিভিসনাল অফিসারকে এই হুকুম দেওয়া হইয়াছে।) কোন নথী তলব করা হইলে, যে আদালতের নথী তলব করা হয় তাহার কৈফিয়ত তলব করা হইবে এবং কেবল বিশেষ স্থলে পক্ষদের তলব করা হইবে। রিভিসনের দরখাস্তে সাধারণ দরখাস্তের অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

২০। ডিপুটী কমিসনার লিখিত হুকুম দ্বারা তাহার স্বীয় গ্রাহ্য যোগ্য কিম্বা তাহার অধীনস্থ আদালতের গ্রাহ্যযোগ্য

দেওয়ানী মোকদ্দমা স্বেচ্ছানুসারে উক্ত আদালত সমূহের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এই দফানুযায়ী তদ্রূপ কোন আদেশ দ্বারা কোন আদালতের ন্যায্য ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কার্য্য বা ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন না।

২১। কমিশনার বা ডিপুটী কমিশনার তাহাদের অধীনস্থ কোন আদালতের দায়েরী মোকদ্দমা বা বিচার উঠাইয়া লইয়া নিজে বিচার করিতে পারেন অথবা ঐ সব মোকদ্দমার বিচারে ক্ষমতাপন্ন তাহাদের অধীন আদালতে অর্পণ করিতে পারেন।

২২। কমিশনার বাহাদুর উপযুক্ত কারণ দর্শাইলে তাঁহার স্বকৃত কোন হুকুম বা ডিক্রি যাহার বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হয় নাই, তাহার পুনর্ব্বিচার করিতে পারেন।

২২। কমিশনারের অধীনস্থ কোন আদালত অক্ষরের ভুল কিম্বা দৃষ্টতঃ পক্ষে কোন ভুল সংশোধন ভিন্ন স্বকৃত কোন হুকুম বা ডিক্রির ছানি বিচার করিতে পারেন না। কিন্তু সাব ডিপুটী কালেক্টর বা সাবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত ভিন্ন ডিপুটী কালেক্টর অথবা সাবডিভিসনাল অফিসার ইহারা ডিপুটি কমিসনারের হুকুম লইয়া স্বকৃত কোন ডিক্রি বা হুকুমের ছানি বিচার করিতে পারেন এবং ডিপুটী কমিসনার কমিসনারের হুকুম লইয়া তদ্রূপ করিতে পারেন।

২৩। কোন অনিয়মতা হেতু ন্যায় বিচারের হানি না হইয়া থাকিলে বা না হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ১৮৫৫ সালের ৩৭ আইনের ২ ধারানুযায়ী বঙ্গীয় লেফটেনেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক স্থাপিত কোন আদালতের হুকুম বা ডিক্রি, কার্য্য প্রণালীর

অনিয়মতা হেতুক ছানি বিচারে বা আপিলে পরিবর্ত্তিত বা রদ হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

২৪। রদ হইয়াছে।

২৫। কমিসনার, ডিপুটী কমিসনার,বা সাঁওতাল পরগণার অন্য কোন আদালতে (এই আইনজারীর পূর্ব্বে) দায়েরী কোন মূল মোকদ্দমার, আপিলের, ছানি, মোসনের কিম্বা অর্পিত কোন মোকদ্দমার বিচার এই আইনজারী না হইলে যেরূপ বিচার হইত তদ্রূপ হইবে। এবং ১৮৫৫ সালের ৩৭ আইন অনুসারে বঙ্গীয় লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের প্রদত্ত কোন ক্ষমতা দ্বারা অথবা সাময়িক প্রচলিত কোন আইন দ্বারা প্রদত্ত কোন হুকুম বা ডিক্রি, উক্ত প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বা আইনতঃ দেওয়া যাইতে পারে না, এই মাত্র হেতু বাদে আইন বিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইবে না। এবং সেই হুকুম বা ডিক্রির ফলের কোন ব্যত্যয় হইবে না।

২৬। এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে ডিপুটী কমিসনারের কিম্বা সাঁওতাল পরগণার অধীনস্থ কোন আদালতের ডিক্রি হুকুম বা কোন নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কোন আপিল না হইয়া থাকিলে তাহার আপিলের বা রিভিসনের বিচারে আদালত সমূহ এই আইনের প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে বিচার করিবেন।

২৭। ১৮৫৫ সালের ৩৭ আইনের ১ দফার ২য় অংশের

বিধানানুসারে বঙ্গীয় লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্তৃক যে কোন আদেশ, এই আইনের এবং সাঁওতাল পরগণার সাময়িক অন্যান্য আইনের অনুযায়ী হইবে।

সাঁওতাল পরগণার খাজানার আইন
(১৮৮৬ সালের ২নং রেগুলেশন)

উপক্রমণিকা।

যে হেতুক সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট রেগুলেসনের ১৯ ধারায় বিধান আছে যে, সাঁওতাল পরগণাস্থ প্রধান এবং রায়তের খাজানা ঐ রেগুলেসনের বিধান অনুসারে সেটলমেণ্ট অফিসার কর্তৃক স্থিরীকৃত এবং লিপিবদ্ধ হইলে ৭ বৎসরের অন্যূন কাল পর্য্যন্ত ঐরূপ স্থিরীকৃত এবং লিপিবদ্ধ হইবার পর পুনরায় সেটলমেণ্ট বা চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইবে না এবং বিধান করা উচিত যে সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট রেগুলেসন অনুসারে সেটলমেণ্টের সময় সেটলমেণ্ট-অফিসার কর্তৃক কিম্বা এই বিধানানুসারে ডিপুটী কমিসনার কর্তৃক খাজানা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত এবং যেহেতুক নিম্নলিখিত প্রকারের সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট রেগুলেসন সংশোধন করা আবশ্যক, অতএব নিম্নলিখিত আইন করা যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

১। ক। এই আইন সাঁওতাল পরগণার ১৮৮৬ সনের খাজানার আইন বলিয়া কথিত হইবে।

খ। ইহা এখন হইতে কার্য্যকরী হইবে।

গ। ইহা সাঁওতাল পরগণায় সেটলমেণ্ট আইন সহিত পঠিত এবং তাহার অতিরিক্ত অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

২। এই আইনে মূল বিষয়ে বা ভাষায় প্রকারান্তর কোন কথা না থাকিলে,

ক। কমিসনার অর্থে ভাগলপুরের কমিসনার বাহাদুর এবং

খ। ডিপুটী কমিশনার অর্থে সাঁওতাল পরগণার ডিপুটী কমিসনার বাহাদুর, এবং লেফটেনেণ্ট গবর্ণরবাহাদুর এই আইনের সমস্ত অথবা কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ডিপুটি কমিশনারের ক্ষমতা দিলে তাহাকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাঁওতাল পরগণার সাধারণ ব্যবহার্য্য বিধি।

৩। সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট আইনের বিধান অনুসারে সেটলমেণ্ট কালীন সেটলমেণ্ট অফিসার ভিন্ন অথবা এই আইনের বিধিবদ্ধ কার্য্য প্রণালী অনুসারে ডিপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক ভিন্ন কোন প্রজা বা হেডমেনের খাজনা চুক্তি স্বত্তেও বৃদ্ধি হইবে না।

৪।

৫।

৬। সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট আইন অনুসারে সেটলমেণ্ট অফিসার কর্ত্তৃক সেটলমেণ্ট কালীন প্রজার এবং হেডমেনের (মোস্তাজীরের) যে কর ধার্য্য এবং লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহা কোন প্রকার বিপরীত চুক্তি স্বত্তেও পরিবর্ত্তিত হইবে না।

ক। এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে সেটলমেণ্ট হইয়া

থাকিলে কর ধার্য্য এবং লিপিবদ্ধ হইবার পর ৭ বৎসর পর্য্যন্ত অথবা উক্ত রেকর্ডে বেশী দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ থাকিলে সেই পর্য্যন্ত ঐ কর পরিবর্ত্তিত হইবে না।

খ। এই আইনজারী হইবার পর কর স্থিরীকৃত ও লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তন হইবেনা।

গ। এই আইনজারী হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেটলমেণ্ট হইয়া থাকিলে ক কিম্বা খ দফায় বর্ণীত সময় মধ্যে পুনরায় নূতন সেটলমেণ্ট দ্বারা কর বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কর পরিবর্ত্তিত হইবে না।

৭। ৬ষ্ঠ ও ১৮শ ধারার অধীনে—

ক। সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট আইন অনুসারে সেটলমেণ্ট অফিসার কর্ত্তৃক গ্রামের জমিদার বা অন্য কোন মালিক কিম্বা সেই গ্রামের মালিক কিম্বা হেডমেন অথবা ঐ গ্রামের অর্দ্ধেকের বেশী চাষী প্রজা তাহাদের গ্রামের দেয় খাজানা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে ডিপুটীকমিসনার নিকট সেই গ্রামের খাজানার দব তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য এবং তদনুসারে খাজানা স্থির করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারে।

৮। ৭ দফানুসারে দরখাস্তে প্রচলিত খাজানা পরিবর্ত্তনের কারণ সমূহ বিশদভাবে লিখিতে হইবে।

৯। ডিঃ কমিসনারের বিবেচনায় ৭ ধারানুযায়ী—দরখাস্ত সেই ধারানুযায়ী না হইলে অথবা দরখাস্ত বর্ণিত কারণ সমূহ দৃষ্টে কিম্বা আবশ্যক হইলে তদন্ত করিয়া যদি বুঝিতে পারেন যে খাজানা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত নহে, তবে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন।

১০। ডিপুটী কমিসনারের বিবেচনায় ঐ দরখাস্ত ৭ ধারানুযায়ী হইলে এবং তাহাতে বর্ণিত কারণ দৃষ্টে কিম্বা আবশ্যক হইলে তদন্ত দ্বারা যদি তাহার বিবেচনা হয় যে খাজানা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত তবে তিনি ঐ দরখাস্ত অনুরোধ করিয়া কমিসনার নিকট পাঠাইবেন।

১১। কমিসনার উক্ত দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে পারেন অথবা তাহার মঞ্জুরী জন্য ডিপুটী কমিসনারকে ঐ গ্রামের খাজানার হারের তালিকা (টেবল অব রেটস্) এবং তদনুসারে খাজানার তালিকা (রেণ্টরোল) প্রস্তুত করিতে আদেশ দিতে পারেন।

১২। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক সাময়িক নির্দ্দিষ্ট বিধানের বশবর্ত্তীতে ডিপুটী কমিসনার টেবল অব রেটস্ তৈয়ার করিতে প্রচলিত খাজানার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জমির অপক্ষপাত ও ন্যায্য হার স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৩। সেটলমেণ্ট অফিসারে সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট রেগুলেসন অনুসারে খাজানা নির্দ্ধারণ করিতে যে সব বিষয় দৃষ্টি রাখিতেন, ডিপুটী কমিসনার হারের তালিকা অনুসারে রেণ্টরোল প্রস্তুত করিবার সময় সেই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩। রেণ্ট রোল প্রস্তুত করার পর ডিপুটী কমিসনার প্রধানদের দেয় খাজানা স্থির করিবেন এবং রেণ্ট রোলে তাহার সম্যক বর্ণনা দিবেন।

১৪। কমিসনার বাহাদুর কর্ত্তৃক ঐ রেণ্ট রোল এবং হার

তালিকা মঞ্জুর হইলে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সাময়িক বিধানের নির্দ্দেশ মত উক্ত রেণ্ট রোল এবং টেবল অব রেটস্ স্থানীয় ঘোষণা দ্বারা জারী করা হইবে।

১৫। ক। ১৪ ধারানুযায়ী টেবল অব রেটস্ এবং রেণ্ট-রোল জারী হওয়ার পর কোন স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তির তৎসম্বন্ধে আপত্তি থাকিলে আপত্তির সম্যক বর্ণনা করিয়া ডিপুটী কমিশনার নিকট দরখাস্ত করিতে পারে।

খ। ডিপুটী কমিসনার ঐ আপত্তি বিচার করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তদন্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে হুকুম দিবেন তিনি ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারেন অথবা টেবল অব রেটস কিম্বা রেণ্টরোল অথবা উভয়েরই আবশ্যকীয় সংশোধন স্থির করিয়া কমিসনারের সম্মতির জন্য পাঠাইবেন।

১৬। ১৫ ধারার খ দফানুসারে কমিসনার বাহাদুর কর্ত্তৃক টেবল অব রেটস্ কিম্বা রেণ্ট রোল সংশোধন মঞ্জুরী কৃত হইলে অথবা ২৬ ধারানুসারে ডিপুটী কমিসনার বাহাদুর কিম্বা কমিসনার বাহাদুর কর্ত্তৃক এবং ২৭ ধারানুসারে লেফটেনেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত সংশোধনের হুকুম হইলে ডিপুটী কমিসনার উক্ত হাকিমগণের হুকুম বা সম্মতি অনুসারে যে প্রকার সংশোধন আবশ্যক তাহাই করিবেন।

১৭। ১৪ ধারানুযায়ী প্রথম ঘোষণার তারিখের ১ বৎসর পর টেবল অব রেটস এবং রেণ্ট রোল ১৬ ধারানুসারে কোন সংশোধন হইবার পর লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের প্রস্তাবিত সাময়িক প্রচলিত প্রথানুসারে স্থানীয় জারী করা হইবে।

১৮। টেবল অব রেটের এবং রেণ্টরোলের লিখিত হার এবং খাজানা ২৬ বা ২৭ ধারানুযায়ী কোন হুকুমের বশবর্ত্তিতে ১৭ ধারানুযায়ী জারীর তারিখের পর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত থাকিবে এবং তাহার পর ১৭ ধারানুসারে যে পর্য্যন্ত নূতন টেবল অব রেটস এবং রেণ্টরোল জারী না হয় অথবা ১৫ বৎসরের পূর্ব্বেই কিম্বা নূতন টেবল অব রেটস এবং রেণ্টরোল জারী হইবার পূর্ব্বেই যদি সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট রেগুলেসন অনুসারে খাজানা স্থিরীকৃত এবং লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে ঐ স্থিরীকরণের ও লিপীবদ্ধ হওনের তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত হার এবং খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

১৯। ১৭ ধারানুযায়ী প্রচারিত রেণ্টরোলের বর্ণিত খাজানা ডিপুটী কমিসনার বাহাদুর কর্ত্তৃক আদিষ্ট তারিখ হইতে তদ্বিরুদ্ধে কোন চুক্তি থাকিলেও কার্য্যকরী হইবে।

বেবন্দবস্তী মহালের খাজানা স্থির করিবার নিয়ম।

২০। যে কোন সময়ে ডিপুটী কমিসনারের নিকট বেবন্দবস্তী মহালের টেবল অব রেটস্ এবং রেণ্টরোল প্রস্তুত করিবার জন্য দরখাস্ত দেওয়া যাইতে পারে।

২১। উক্ত ধারানুযায়ী দরখাস্তে পূর্ব্বোক্ত ৭ হইতে ১৯ ধারা পর্য্যন্তের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হইবে।

ক। অর্দ্ধেকের কম সংখ্যক প্রজা দরখাস্ত করিতে পারে।

(ক) অর্দ্ধেকের কম সংখ্যা প্রজা দরখাস্ত করিতে পারে।

(খ) ডিপুটী কমিসনরের বিবেচনায় খাজানা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত বোধ হইলে তিনি কমিসনার বাহাদুরকে না জানাইয়া নিজ ক্ষমতায় হারের তালিকা ও রেণ্টরোল তৈয়ার করিতে পারেন।

(গ) কোন আপত্তির দরখাস্ত হইলে ডিপুটি কমিসনার কমিসনার বাহাদুরকে না জানাইয়া নিজের ক্ষমতায় হার তালিকা অথবা রোল অথবা উভয়ই সংশোধন করিতে পারেন।

(ঘ) প্রথম ঘোষণার তারিখ হইতে উক্ত রেণ্টরোল ও টেবল অব রেটস্ (কোন সংশোধন হইয়া থাকিলে তৎসহ) এক মাস অন্তে চূড়ান্ত রূপে ঘোষিত হইবে।

অতিরিক্ত অধ্যায়।

২১। এই রেগুলেশন অনুসারে হার তালিকা এবং রেণ্ট-রোল তৈয়ার করিতে ডিপুটী কমিসনার বাহাদুর কোন ডিপুটী কালেক্টর বা এসিষ্টাণ্ট কালেক্টর বা সবডিপুটী কালেক্টরকে নিযুক্ত করিতে পারেন।

২২। ১ম অথবা ৩০শ ধারার সংক্রান্ত কার্য্যাদির খরচ (মায় সরঞ্জামি খরচ ও কমিশনার বাহাদুর কর্ত্তৃক গেজেটেড অফিসারদিগের বেতনের যে পরিমাণ লওয়ার আদেশ হয়) রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৭ আইন অনুসারে আদায় করা হইবেক।

২৩। উক্ত খরচ সাধারণতঃ দরখাস্তকারীর নিকট হইতে

আদায় করা হইবে, কিন্তু কোন কোন স্থলে ডিপুটীকমিসনার তাঁহার বিবেচনায়, যেরূপ যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, তদনুসারে টেবল অব রেটস্ এবং রেণ্টরোল তৈয়ার বিষয়ে স্বার্থ বিশিষ্ট যে কোন বা সমস্ত ব্যক্তি হইতে আদায় করিবার হুকুম দিতে পারেন ও তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন এবং তাঁহার বিবেচনায় উক্ত কার্য্যের জন্য খরচের যে পরিমাণ অংশ কোন স্বার্থ বিশিষ্ট লোকের দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তাহাকে তাহা ডিপজিট করিবার হুকুম দিতে পারেন, এবং টাকা ডিপজিট না করা পর্য্যন্ত কার্য্য বন্ধ করিবার আদেশ দিতে পারেন।

২২। যে স্থলে ডিপুটী কমিসনার এই ধারানুসারে রায়তদিগের নিকট হইতে খরচ আদায়ের হুকুম দেন, তথায় তিনি ঐ টাকা প্রধানের মারফত কোন নির্দিষ্ট তারিখে আদায় হইবার হুকুম দিতে পারেন। এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখে উক্ত টাকা আদায় না হইলে উক্ত প্রধানের নিকট হইতে আদায় হইবে অথবা তিনি অন্য যেরূপ আদেশ করেন তদ্রূপ হইবে।

২৩। সাওতাল পরগণার সেটেলমেণ্ট রেগুলেশনের ১৫ ধারা অনুসারে যে সমস্ত পতিত বা জঙ্গল গ্রামের বহির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা পুনরায় সেটলমেণ্ট হইলে সেটলমেণ্ট অফিসার উপযুক্ত মনে করিলে তাহা কোন গ্রামের মধ্যে ধরিয়া লইবার হুকুম দিতে পারেন এবং এই রেগুলেশন অনুসারে উক্ত গ্রামে সাময়িক প্রচলিত টেবল অব রেটস্ উক্ত পতিত বা জঙ্গলের বন্দোবস্তে প্রযোজ্য হইবার হুকুম দিতে পারেন।

৩

নূতন প্রজা বিষয়ক (নয়া খণ্ডিত)

২১। সাঁওতাল পরগণার সেটলমেণ্ট রেগুলেশন অনুসারে খাজানা লিপিবদ্ধ হইবার পর অথবা এই রেগুলেশনের ১৩ ধারানুসারে রেণ্টরোল তৈয়ার হইবার পর কোন গ্রামে নূতন রায়তি পত্তন হইলে (যাহা রেকর্ড অব রাইট বা রেণ্ট রোল তৈয়ার হইবার সময় উক্ত গ্রামে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাতে লিপিবদ্ধ থাকিত) উক্ত রায়তির খাজানা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান থাকিল যথাঃ—

(ক) কোন পতিত বা জঙ্গল আবাদ করিয়া রায়তী হইলে ঐ গ্রামে ঐ প্রকার জমীর জন্য সেট্‌লমেণ্ট অফিসার যে খাজানা ন্যায্য এবং আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই খাজানার অর্দ্ধেকের বেশী খাজানা অথবা ঐ প্রকার জমীর জন্য ডিপুটী কমিসনারের হার তালিকা অনুসারে ঐ গ্রামের রেণ্ট-রোলে যে খাজানা থাকে, তাহার অর্দ্ধেকের অধিক খাজানা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ নূতন জমীব জন্য হইবে না।

(খ) প্রথম ৭ বৎসর পরের খাজানা উক্ত হিসাবের পূরা খাজানার অধিক হইবে না।

(গ) ঐ রায়তী কোন পলাতক বা পরিত্যক্ত বা বাজাপ্তি জোতের হইলে সেটলমেণ্ট অফিসার ঐ জোতের জন্য যে খাজানা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বা করিতেন অথবা ঐ প্রকার জমীর জন্য টেবল অব রেটস্ অনুসারে যে খাজানা দিতে হইত, তাহার অধিক হইবে না।

২২। এই রেগুলেশন অনুসারে ঐ গ্রামের নূতন রেণ্ট

রোল চূড়ান্ত জারী দ্বারা অথবা সাঁওতাল পরগণায় সেটলমেণ্ট রেগুলেসন অনুসারে খাজানা স্থির এবং লিপিবদ্ধ দ্বারা এই ধারানুসারে দেয় খাজানা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

২৪। এই ধারানুসারে কোন রায়তের দেয় খাজনা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ হইলে বিবাদকারীর পক্ষের যে কেহ দ্বারা কমিসনার বাহাদুরের নিকট আবেদন করা হইলে তিনি তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

প্রজাগণকে উচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিবার বিধি।

২৫। কোন প্রজা তাহার দখলীসত্ত্ব থাকুক বা না থাকুক ডিপুটী কমিসনারের হুকুম জারী ব্যতীত তাহার জোত হইতে, উচ্ছেদ হইবে না।

২৬। ৯।১৫।২০।২২।২৪ অথবা ২৫ ধারা অনুসারে কৃত (আপীল) ডিপুটী কমিসনারের কোন হুকুমের বিরুদ্ধে কিম্বা ২৩ ধারানুসারে কৃত সেটলমেণ্ট অফিসারের কোন হুকুমের বিরুদ্ধে উক্ত হুকুমের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে আপীল চলিবে।

(ক) উক্ত অফিসারগণ এই আইনের কোন অংশের অথবা সমস্ত বিষয়ের জন্য লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক ডিপুটী কমিসনারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার হুকুমের বিরুদ্ধে সাঁওতাল পরগণার ডিপুটী কমিসনারের নিকট আপীল হইবে।

(খ) উক্ত হুকুম সাঁওতাল পরগণার ডিপুটী কমিসনার কর্ত্তৃক বা সেটলমেণ্ট অফিসার কর্ত্তৃক হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল কমিসনারের নিকট হইবে।

২৭। এই আইন অনুসারে ডিপুটী কমিসনারের, সেটেলমেণ্ট অফিসারের বা কমিসনার বাহাদুরের যে কোন কার্য্যাবলী লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের শাসন ও রিভিসন বা পরিবর্ত্তনের অধীন থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

নানাবিষয়ক।

২৮।

২৯। এই আইন অনুসারে কোন গ্রামের টেবল অব রেট্স অথবা রেণ্টরোল তৈয়ার হইলে, যে অফিসার উক্ত টেবল অব রেটস্ কিম্বা রেণ্টরোল তৈয়ার করেন, তাহাকে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর বাহাদুর কোন বিশেষ হুকুম দ্বারা উক্ত গ্রামের স্বত্ত লিপির আংশিক বা সমস্ত সংশোধন করিবার ক্ষমতা দিতে পারেন।

৩০। এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তাহাদিগের পরিচালনার জন্য সময় সময় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই আইনের অনুযায়ী নিয়মাদি করিতে পারেন।

৩১। উক্ত সমস্ত নিয়মাবলী স্থানীয় অফিসিয়াল গেজেটে প্রচারিত হইবে এবং তাহা হইলে তাহা আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে।

৩১। স্থানীয় অফিসিয়াল গেজেটে সময় সময় বিজ্ঞাপন দ্বারা লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কোন জমী এই আইনের

এবং সাঁওতাল পরগণার সেটেলমেণ্ট আইনের খাজানা স্থির বা লিপিবদ্ধ করণ বিষয়ক বিধানাদির বহির্ভূত করিতে পারেন।

সেটেলমেণ্ট রেগুলেসন।

১৮৭২ সালের ৩ আইন ১৮৯৯ সালের অকুটোবর পর্য্যন্ত সংশোধিত।

১। এই রেগুলেসন সাঁওতাল পরগণার সেটেলমেণ্ট রেগুলেসন বলিয়া কথিত হইবে। সাঁওতাল পরগণার রেণ্ট-রেগুলেসন—১৮৮৬ সনের ২নং রেগুলেসন, এবং সাঁওতাল পরগণার ল রেগুলেসন—১৮৮৬ সালের ৩ আইন—এই আইনের অংশ এবং অতিরিক্ত অংশ বলিয়া পরিগণিত ও পঠিত হইবে)।

২। এই আইন ১৮৫৭।১০ আইনের তপশীলের লিখিত এবং সকৌন্সেল গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের ১৮৭২ সালের ১২ মার্চ্চের ৪৭৮ নং চিঠিতে লিখিত সমস্ত সাঁওতাল পরগণাতে ইহা জারী থাকিবে। এই আইন ১৮৭২ সালের ১লা মে তারিখে হইতে কার্য্যকরী হইবে এবং ১৮৫৫ সালের ৩৭ আইন এবং ১৮৫৭ সালের ১০ আইনের সহ পঠিত হইবে।

৩। তপশীলের লিখিত আইন সমস্ত সাঁওতাল পরগণার কার্য্যকরী বলিয়া বিবেচিত হইবে কিন্তু—

(ক) তপশীলের লিখিত কোন আইন দ্বারা কোন আইনের যে সমস্ত অংশ রদ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত—

(খ) ১৮৮৬ সালের ২৫শে আগষ্টের পূর্ব্বে যে সমস্ত আইন জারী হইয়াছে, উক্ত আইন যে সব প্রদেশে সাধারণতঃ চলিত,

সেই সব প্রদেশে উক্ত আইন কর্ত্তৃক যে সব অংশ উক্ত প্রদেশ সম্বন্ধে রদ হইয়াছে তদ্ব্যতীত—

২। ইতিপূর্ব্বে বা অতঃপর যে সমস্ত আইন পাশ হইয়াছে, বা হইবে তাহাতে সাঁওতাল পরগণার স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলে তাহা সাঁওতাল পরগণায় চলিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু ১৮৫৫ সালের ৩৭ আইনের ২ দফানুযায়ী ১০০০৲ টাকার উর্দ্ধ দাবীর দেওয়ানী মোকদ্দমা, ১৮৮৭ সালের সিবিল্ কোর্ট একট অনুযায়ী স্থাপিত আদালত কর্ত্তৃক বিচার বিষয়ে এই বিধি খাটিবে না—

৩। উপরি লিখিত বিধি স্বত্তেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলি-কাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া—

(ক) সাঁওতাল পরগণাতে অন্য কোন আইন চলিত হইবে বলিয়া আদেশ করিতে পারেন।

(খ) উক্ত আদেশ রদ করিতে পারেন।

(গ) অথবা সকৌন্সেল গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের অনুমতি লইয়া আদেশ করিতে পারেন যে তপশীলের লিখিত কোন আইন সাঁওতাল পরগণায় রহিত হইবে।

৪। ১৮৯৩।৫ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে।

৫। এতৎ পশ্চাল্লিখিত প্রচলিত বিধি অনুসারে সাঁও-তাল পরগণার সমস্ত বা কোন অংশ যে পর্য্যন্ত সেটেলমেণ্ট হয় এবং যে পর্য্যন্ত কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত সেটেলমেণ্ট সম্পূর্ণ এবং শেষ মীমাংসিত বলিয়া হুকুম দেওয়া না হয়, সে পর্য্যন্ত ১৮৮৭ সালের ১২ আইন (সিবিল কোর্ট একট) অনুসারে স্থাপিত কোন কোর্টে তথাকার ভূমি

সম্বন্ধীয় অথবা ভূমি সম্বন্ধীয় কোন চাকরী অথবা গ্রাম্য প্রধান-গিরি বিষয়ে, কোন প্রকার মোকদ্দমা নিম্নলিখিত স্থল ব্যতীত কোন ক্রমেই চলিবে না। কিন্তু ঐ সকল মোকদ্দমা ১৮৫৫ সালের ২ আইন অনুসারে লেফ্‌ট্‌নেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর দ্বারা নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা বিচারিত হইবে অথবা এতৎ পশ্চাল্লিখিত সেটেলমেণ্ট আপিসার দ্বারা (যেরূপ উক্ত লেফ্‌ট্‌নেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সময় সময় আদেশ করেন)—বিচারিত হইবে। কিন্তু যদি এই সকল মোকদ্দমা করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মচারীর নিকট এইরূপ মোকদ্দমা অথবা এইরূপ মোকদ্দমায় উত্থিত কোন ইষু ১৮৭১ সালের ৬ আইনের স্থাপিত কোর্ট দ্বারা যাহাতে এই সব বিধি না থাকিলে বিচার হইত—বিচার হওয়া ন্যায্য এবং সুবিধা জনক বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি (তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ এবং অনুমতি ক্রমে) স্বয়ং অথবা পক্ষদের প্রার্থনামত ঐরূপ সার্টিফিকেট দিবেন এবং নথী থাকিলে তাহা ঐ আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। সেই আদালত ঐরূপ সার্টিফিকেট প্রাপ্তে তাহাদের স্বীয় আদালতে দায়েরী মোকদ্দমার ন্যায় গণ্য করিয়া উক্ত মোকদ্দমা অথবা তৎসংক্রান্ত ইষু শুনিবেন এবং বিচার করিবেন। সেই মোকদ্দমার ইষুর বিচার হইলে ঐ আদালত যে আদালত হইতে মোকদ্দমা পাইয়াছেন, তথায় বিচারফলের সার্টিফিকেট পাঠাইবেন এবং সে আদালত উক্ত বিচারফল জারী বা প্রয়োগ করিবেন।

৬। সাঁওতাল পরগণাস্থ প্রত্যেক আদালত সুদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি পালন করিবেন।

(ক) কোন প্রকার চুক্তি থাকিলেও এক বৎসরের উর্দ্ধতন দেনা বা দায়িত্বের উপর সুদ শতকরা মাসিক ২৲ অধিক ডিক্রি দেওয়া যাইবে না - এবং মধ্যবর্ত্তী হিসাব নিকাশে চক্রবৃদ্ধি হিসাবে সুদ চলিবে না।

(খ) এক বৎসরের অধিক না হইলে কোন দেনা বা ধারের সুদ আসল টাকার এক চতুর্থের অধিক মোটের উপর ডিক্রি দেওয়া হইবে না এবং অন্যান্য স্থলে আসলের অধিক হইবে না।

নোট (ক) দফাস্থ মধ্যবর্ত্তী হিসাব নিকাশের অর্থে যে সব হিসাব নিকাশ চুড়ান্ত হয় নাই তাহাকে বুঝায়। কোন তমসুক, ডিক্রি বা পূর্ব্বদাবী পুনঃ পরিবর্ত্তন করিবার সময় নূতন কোন আদান প্রদান না করিয়াও যদি ঐ সাবেক দাবী বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকারের পরিবর্ত্তিত হিসাব নিকাশকেও মধ্যবর্ত্তী হিসাব নিকাশ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

উদাহরণ ঃ—৭৫৲ এক তমসুক দেওয়া হয়, যাহার মধ্যে ২৫৲ সুদ ধরা আছে; যদি মহাজন আদালতে সন্তোষজনক প্রমাণ করিতে না পারে যে, উক্ত তমসুকের জন্য এমন কিছু আদান প্রদান করিয়াছে, যাহাতে ঐ তমসুকী কারবার সরল ও ন্যায্য ভাবে হইয়াছে; তবে ঐ ৭৫৲ মধ্যে কেবল ৫০৲ টাকার সুদ চলিবে এবং তমসুকের দাবী মোট ১০০৲ উর্দ্ধ হইবে না।

৭। কৃষক ও গ্রামের প্রধান, কিম্বা কৃষক যাহাকে খাজানা দিবে, ইহাদের মধ্যে খাজানা সম্বন্ধে, কিম্বা যে ভূমির খাজানা দেয়, তাহাতে তাহাদের পরস্পরের স্বত্ত সম্বন্ধে কোন চুক্তিপত্রে কোন ষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

৮। কোন সেটলমেণ্ট অফিসারের নিকটে কোন মোকদ্দমা বা বিচারে, কিম্বা ১৮৫৫ সালের ৩৭ আইন অনুসারে নিযুক্ত কোন অফিসারের সমক্ষে এই আইনের ২৬ ধারা মতে সেটেলমেণ্ট চূড়ান্ত হইবার পূর্ব্বে, যে সমস্ত বিষয় তিনি নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপন্ন তাহাতে কোর্ট ফি আইন ব্যবহৃত হইবে না।

৯। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ভূমির স্বত্ত এবং স্বত্ত লভ্য স্থির করিবার এবং লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত সাওতাল পরগণা বা তাহার কোন অংশ সেটেলমেণ্ট হইবে এইরূপ আদেশ সময় সময় কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা জারী করিতে পারিবেন।

১০। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সেটলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাদের উপর আপিল বা রিভিসন বিচার জন্য কোন অফিসারকে বা অফিসারগণকে ক্ষমতা দিবেন। এবং ঐ সকল আফিসারগণের কার্য্যবিধি ও ভূমির স্বত্ত নির্দ্ধারণ ও তদন্ত করিবার বিধি এবং মোকদ্দমার কার্য্যবিধি প্রস্তুত করিবেন। কোন সেটলমেণ্ট কোর্ট কর্ত্তৃক বিচারিত মোকদ্দমা চূড়ান্ত রিভিসন নিষ্পত্তির ক্ষমতা লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের থাকিল।

১১। এই আইনের ২৫ দফার বিধান ভিন্ন এই আইনের বিধান মতে সেটলমেণ্ট কোর্ট কর্ত্তৃক বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে সিভিল কোর্টে কোন মোকদ্দমা চলিবে না। কিন্তু এই আইনের বিধান মতে সেটলমেণ্ট কোর্ট কর্ত্তৃক উল্লিখিত স্বত্ত লভ্য সম্বন্ধীয় নিষ্পত্তি বা হুকুম আদালতের ডিক্রির ন্যায় বলবত হইবে।

১২। জমিদার বা অন্য কোন মালীকের স্বত্ত, ও প্রজা

কিম্বা রায়তের স্বত্ত এবং মালিক ও প্রজা উভয় প্রতি মাঝি কিম্বা অন্য প্রধানের স্বত্ত এবং কোন দেশীয় বা জাতীয় আইনতঃ বা রীতি অনুযায়ী জমির স্বত্ত যাহা কোন ব্যক্তি ন্যায়তঃ বা আইনতঃ দাবী করিতে পারে, তাহা তদন্ত নিষ্পত্তি বা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা সেটেলমেণ্ট অফিসারের থাকিবে। কিন্তু ১৮৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে যে কোন সময়ে ঐ দাবী-দার স্বয়ং অথবা যাহাদের স্বত্তে স্বত্তবান হইয়া সে দাবী করে, উহাদের কাহার ঐ স্বত্ত বা স্বত্ত লভ্য দখলে না থাকিলে তদ্বিষয়ে কোন দাবী শুনা যাইবে না।

১৩। গ্রামের প্রত্যেক শ্রেণীর দখলকারী ও মালীকের সর্ব্ব প্রকার স্বত্ত এবং লভ্যের প্রকার এবং প্রকৃতির অথবা আবশ্যক হইলে (গ্রামের প্রত্যেক মালীক দখলিকার বা প্রধানের,) বিবরণ সেটলমেণ্ট অফিসার রেকর্ড অব রাইটে লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৪। সেটলমেণ্ট অফিসার যে গ্রামের স্বত্তলিপি প্রস্তুত করিবেন, সেই গ্রামবাসীদিগকে উপযুক্ত নোটিস দিবেন যেন স্বত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাদের কোন আপত্তি থাকিলে লিখিত বা মৌখিক দরখাস্ত দ্বারা জানাইতে পারে।

কিন্তু স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দাবী বা কোন প্রকার স্বত্ত না জানাইলে ও সেটলমেণ্ট অফিসার যে সকল গ্রামের স্বত্তলিপি তৈয়ার করিবেন, সে সকল গ্রামের জমি সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার স্বত্ত বা দাবী সম্বন্ধে তদন্ত ও বিচার লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৫। সেটলমেণ্ট অফিসার প্রত্যেক গ্রামের সীমানা নির্দ্দেশ ও চিহ্নিত করিবেন এবং সে সময় (যদি গ্রামের উপযুক্ত

ও প্রয়োজনীয় বোধ না করেন) কোন বিস্তৃত জঙ্গল বা পতিত জমি গ্রাম হইতে পৃথক রাখিতে পারেন। কিন্তু কোন পতিত জমি বা জঙ্গল যাহা পূর্ব্ব হইতে গ্রামবাসিগণ ব্যবহার করিত তাহা উক্ত গ্রাম হইতে বহির্ভূত হইবে না, যদি ঐ প্রকার বাহির করিবার পূর্ব্বে ঐ গ্রামের মোট জমির এক তৃতীয়াংশ আবাদী থাকে অথবা চাষের প্রথানুযায়ী উর্ব্বরা করিবার জন্য দেশীয় রীতি অনুযায়ী পতিত রাখা হয়।

এই ধারানুসারে কোন গ্রামের পতিত জমি বাহির করিয়া দিলেও তাহাতে ঐ জমির কাহারো কোন মালিকী স্বত্ত নষ্ট না হইয়া বলবত থাকিবে।

১৬। সেটলমেণ্ট অফিসার যদি উপযুক্ত তদন্ত দ্বারা জানিতে পারেন যে, ১৮৫৫ সালের ৩৭ আইন দ্বারা নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী দ্বারা সাঁওতাল পরগণার কোন আইনের মর্ম্ম অনবধান বশতঃ অথবা দেশীয় এবং লোকের রীতি ও প্রথা উপযুক্ত তদন্ত না করিয়া বা বিচার না করিয়া কোন মাঝির বা কোন গ্রাম্য প্রধানের স্বত্ত সম্বন্ধে ভুল বিচার হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

১৭। গ্রামের মাঝির অথবা প্রধানের দাবী স্বত্ত বা অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য সেটলমেণ্ট অফিসার নিম্নলিখিত বিধি পালন করিবেন।

(ক) ১৮৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পর হইতে কোন মাঝি বা গ্রামের প্রধান যে কোন কারণে বা যে কোন প্রকারে পদচ্যুত হইলে অথবা গ্রামের কার্য্য হইতে অপসৃত

হইলে তাহার উক্ত কার্য্য বা পদে সরল এবং ন্যায্য দাবী থাকিলে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

(খ) কোন দলিলে কোন ব্যক্তি মোস্তাজির বা কৃষক ভাবে এক পক্ষ বলিয়া বর্ণিত থাকিলেও ঐ গ্রামের মাঝি বা প্রধান স্বরূপে জোতস্বত্ত দাবী করিবার তাহার কোন বাধা হইবে না।

(গ) যদি সেটলমেণ্ট অফিসার মনে করেন যে, কোন মাঝি অথবা প্রধান স্বয়ং স্বাধীনভাবে এবং সরলভাবে চুক্তি করিতে সক্ষম ছিল না অথবা (তাহার স্বকৃত) চুক্তি বহির্ভূত তাহার নিজের স্বাধীনভাবে অন্যান্য স্বত্ত থাকা হেতু সে যে খাজানা দিতেছে তাহা অন্যায্য, তবে উক্ত সেটলমেণ্ট অফিসার ঐ খাজানা পরিবর্ত্তন করিয়া বা কমাইয়া সরল এবং ন্যায্য খাজানা স্থির করিয়া দিবেন। যদি সেটলমেণ্ট অফিসার মনে করেন যে ঐ খাজানা অতি কম, তাহা হইলে তিনি চুক্তি শেষ হইবার পর হইতে অথবা তখন হইতেই খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন।

মাঝি কৃষক বা অন্যান্য প্রধানদিগের দেয় খাজানা স্থির করিতে নিকটস্থ গ্রামের খাজানার দর, গ্রামে হালের সংখ্যা এবং অন্যান্য বিষয় যাহাতে ন্যায্য বিচার হইতে পারে, তাহা দেখিয়া খাজানা স্থির করিবেন; যদি আবশ্যক হয় আবাদি ও অনাবাদি জমি পরিমাপ করিবেন।

১৮। সেটলমেণ্ট অফিসার রায়তের এবং দখলকারীর স্বত্ত, দাবী এবং অবস্থা নির্ণয় করিতে নিম্নলিখিত বিধি পালন করিবেন যথাঃ—

ক। যে কোন রায়ত নিজে অথবা যাহাদের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহাদের দখলি সময় সহিত কোন গ্রামের মাঠে ১২ বৎসর জমি ভোগ করিয়াছে, সে ঐ মাঠে দখলি স্বত্ত বিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে।

খ। কোন প্রজার জোত স্বত্ত থাকিলে অথবা জোত স্বত্তের ন্যায্য দাবী থাকিলে যদি ১৮৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পর যে কোন জমি বা তাহার কোন অংশ হইতে বেদখল হয়, তাহা হইলে সেটলমেণ্ট অফিসারের বিবেচনায় ন্যায়তঃ তাহার দাবী থাকিলে সে ঐ জমিতে পুনারায় দখল পাইতে এবং দখলী স্বত্তে লিপিবদ্ধ হইতে দাওয়া করিতে পারে।

গ। কোন রায়ত যদি একই গ্রামের কোন জমি অন্য জমির সহিত বদল করে, তবে সে পরিবর্ত্তন না করিলে যেরূপ দখলী স্বত্তবান থাকিত তদ্রূপ ঐ পরিবর্ত্তিত জমিতে দখলী স্বত্তবান থাকিবে।

ঘ। যে স্থলে মাঝি অথবা গ্রামের প্রধান অধীনে জমি রাখে এবং তাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট হার বা রীতি অনুসারে স্বীয় স্বীয় অংশের প্রাপ্য খাজানা দেয় অথবা যেস্থলে রায়তের দেয় স্ব স্ব অংশের খাজানা বাৎসরিক বা সাময়িক ভাবে গ্রাম্য প্রধান দ্বারা বা অন্য প্রকারে নির্দ্দিষ্ট করা হয়, সেই চলিত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হইবে।

ঙ। কোন গ্রামের কৃষকেরা বরাবর মালীকের বরাবরে অথবা মালীকের এজেণ্টকে অথবা অন্য কোন প্রজা কিম্বা মাঝিকে খাজানা দিবে, তাহা সেটলমেণ্ট অফিসার উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করিলে লিপিবদ্ধ করিবেন। অন্যায্য এবং

অনুপযুক্ত বোধ হইলে তিনি সে বিষয় তদন্ত করিয়া খাজানা পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। এবং কৃষকের স্ব স্ব হালের সংখ্যা অথবা আবাদী জমির পরিমাণ কিম্বা ন্যায্য ও রীত্যনুযায়ী অন্য কোন প্রকারে ঐ খাজানা ঠিক করিবেন।

১৯। রদ হইয়াছে।

২০। মালীক অথবা মাঝির বা অন্য প্রধানের মধ্যে কিম্বা মালীক প্রজা ও প্রধান এবং কৃষকের মধ্যে খাজানা স্থির করিতে হইলে সেটলমেণ্ট অফিসার অন্যান্য বিষয় সহ খাজানা-দাতার কৃতীত্ব নৈপুণ্য এবং জাতীয় অভ্যাস বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

২১। প্রধান স্বয়ং কিম্বা কৃষক বা যাহার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া সে দাবী করে, নিজে কোন জঙ্গল বা পতিত জমি ভাঙ্গিয়া আবাদ করিয়া থাকিলে সে বিষয় সেটলমেণ্ট অফিসার খাজানা স্থির করিবার সময় দৃষ্টি রাখিবেন।

২২। সেটলমেণ্ট অফিসার কৃষক, মাঝি অথবা প্রধানের দেয় খাজানার কিস্তি এবং দেয় তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়া স্বত্ব লিপীতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

কোন গ্রামের সাবেক প্রচলিত কিস্তির তারিখ ও সংখ্যা গ্রামবাসী লোকের কষ্টজনক মনে করিলে সেটলমেণ্ট অফিসার কিস্তির সংখ্যা হ্রাস এবং সময় পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। লেফ-টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত কিস্তির পরিমাণ এবং তারিখ স্থির থাকিবে।

২৩। প্রত্যেক গ্রামের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত জাতীয় বা গ্রাম্য পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া একটী কাগজ প্রস্তুত হইবে যথাঃ—

ক। গ্রামে মাঝি অথবা অন্য প্রধান আছে কিনা? এবং প্রত্যেক প্রধানের কর্ত্তব্য এবং বেতন উত্তরাধীকার বা নির্ব্বাচন বা অন্য যে প্রকারে তাহার পদে লোক নিযুক্ত হইবে।

খ। অন্যায় ব্যবহার জন্য প্রধানের পরিবর্ত্তন, সস্‌পেণ্ড এবং শূন্যপদে নিযুক্ত বা নির্ব্বাচন।

গ। মালীক অথবা অধীনস্থ মালীক অথবা রায়তের আবাদী জমির হস্তান্তর বিষয় এবং সাধারণত চলিত হিন্দু আইন অথবা মহম্মদীয় সরা মতের বিরুদ্ধে কোন রীতি থাকিলে তাহাও লিপিবদ্ধ করা হইবে।

ঘ। গ্রামে বসত বাড়ীর প্রজাস্বত্ব যাহারা চাষা প্রজা নহে এমত বাসেন্দাদিগের বাস্তুর খাজানা এবং দেয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

ঙ। গ্রাম্য চৌকিদার এবং গ্রামের চাকর (গোড়াইত) দিগের কর্ত্তব্য এবং প্রাপ্য এবং তাহাদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইবে।

চ। পতিত জমির বন্দোবস্ত এবং তাহার উপস্বত্ত বিষয় এবং গ্রাম্য আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তের সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

সেটলমেণ্ট অফিসার কোন গ্রামের স্বত্তলিপি প্রস্তুত করার পর গ্রামে প্রকাশ্য ভাবে লটকাইয়া অথবা অন্য প্রকারে যাহা তিনি সুবিধা জনক মনে করেন, তদ্রূপে ঐ স্বত্তলিপির বিবরণ স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানাইবেন। স্বার্থবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি ঐ স্বত্তলিপির কোন অংশে তাহার আপত্তি থাকিলে সেটেলমেণ্টের নিম্ন আদালত বা আপিল আদালতে জানাইতে পারিবে।

এবং ঐ আপত্তি তদন্ত করা হইবে এবং যে আদালতে ঐ আপত্তি করা যায় বা আপিল বা অন্য কিছু করা যায়, তিনি রায় লিখিয়া ঐ আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন।

২৫। এই ধারার শেষ অংশে লিখিত স্বত্ব ব্যতীত অন্যান্য যে সকল স্বত্ত্ব ও রীতি স্বত্তলিপিতে লিখিত থাকিবে, তাহা ঐ স্বত্তলিপী জারীর ১ বৎসর পর হইতে চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যে সম্বন্ধে কোন স্বার্থবিশিষ্ট পক্ষ কর্তৃক মোকদ্দমা দায়ের আছে বলিয়া স্বত্তলিপিতে লিখিত থাকিবে, তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না। কোন স্বত্তলিপি একবার চূড়ান্ত হইলে অথবা স্বত্তলিপির কোন বিষয় সম্বন্ধে আপত্তি সেটলমেণ্ট অফিসার কর্তৃক চূড়ান্ত মিমাংসিত হইলে পুনরায় সেটলমেণ্ট অথবা রেণ্টরোল অথবা হারের তালিকা প্রস্তত না হওয়া পর্য্যন্ত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের বিনা মঞ্জুরিতে পুনরায় উথাপিত হইবে না। কিন্তু যদি আবশ্যকীয় কোন বিষয়ে গুরুতর ভুল প্রকাশ হয়, তাহা হইলে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের লিখিত হুকুম দ্বারা কোন গ্রামের স্বত্তলিপি পুনরায় সংশোধন করিবার আইনতঃ ক্ষমতা রহিল। ১৮৮৭ সালের ১২আইন দ্বারা (সিভিল কোর্ট এক্ট) দ্বারা স্থাপিত আদালতের এই ক্ষমতা রহিল যে, এই আইন জারী হওয়ার সময় জমিদার কিম্বা অন্য কোন মালীকের মধ্যে যদি স্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন মোকদ্দমা দায়ের থাকে, কিম্বা ৫ ধারার বিধান অনুযায়ী কোন মোকদ্দমা বা ইস্যু বিচার জন্য অর্পিত হইলে অথবা স্বত্তলিপি জারী হইবার কিম্বা রেবিনিউ কোর্টের চূড়ান্ত হুকুম-পাস হইবার ৩ বৎসর মধ্যে যদি সেটলমেণ্ট অফিসার কোন লিপি

কি মিমাংসার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সে সমস্ত মোকদ্দমা বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ তারিখের ৩ বৎসর পর ঐ রূপ কোন মোকদ্দমায় কোন আদালতে চলিবে না। যদি ঐ সমস্ত মোকদ্দমা এমত প্রকাশ পায় যে, সেটলমেণ্ট অফিসারের নিষ্পত্তি ভুল হইয়াছে, তবে তদনুসারে স্বত্তলিপি সংশোধিত হইবে।

২৬। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর হুকুম করিলে ১৮৫৫ সালের ৩৭ আইনের ২ ধারানুযায়ী নিযুক্ত সাঁওতাল পরগণায় অফিসারগণ এই আইন অনুসারে সেটলমেণ্ট চূড়ান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পক্ষগণের প্রার্থনা মত কিম্বা নিজ ইচ্ছা ক্রমে বাকী খাজনার কোন মোকদ্দমা কিম্বা খাজানা কমি বেশীর কোন দাবী অথবা বে আইনী আবওয়াব আদায় করার বিরুদ্ধে নালিশ কিম্বা অন্যায় রূপে পদচ্যুতি বিষয়ক নালিশ এই আইন অনুসারে গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে পারিবেন। কোন গ্রামের স্বত্তলিপি প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত অফিসার কর্ত্তৃক প্রদত্ত উক্ত গ্রামের খাজনার হার কি কোন জমির দখল কিম্বা কোন পদের অধিকার সম্বন্ধে যে কোন রায় কার্য্যকরী থাকিবে। এই আইনের ৫।৯।১০ ধারায় এবং ১২ হইতে ২৪ ধারায় সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে সাঁওতাল পরগণাতে শান্তি রক্ষার জন্য যাহা সময়২ উপযোগী উপযুক্ত মনে করেন, সেই হুকুম দিবার ক্ষমতা ঐ সকল অফিসারদের থাকিল। স্বত্তলিপি প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত কিম্বা এ বিষয় সেটলমেণ্ট অফিসার কর্ত্তৃক মিমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সময় উপযোগী হুকুম সেটলমেণ্ট অফিসারের নিষ্পত্তির ন্যায় বলবৎ হইবে।

(১৮৮৯। ১৬ই এপ্রিলের গেজেট হইতে)

১৮৭২ এবং ১৮৮৬ সালের সেটেলমেণ্ট রেগুলেসন সংক্রান্ত বিধান

সেটেলমেণ্ট অফিসারদের ক্ষমতা

১। এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারদিগের সমস্ত কার্য্যাবলী এবং হুকুম সেটলমেণ্ট অফিসারের কর্ত্তৃত্বাধীন শাসনধীন এবং আপিলাধীন থাকিবে।

২। সেটলমেণ্ট আফিসের কার্য্যাবলী এবং হুকুম সমূহ ডিপুটী কমিসনারের কর্ত্তৃত্বাধীন শাসনাধীন এবং আপিলাধীন থাকিবে।

৩। ডিপুটী কমিসনারের কার্য্যাবলী এবং হুকুম সমূহ কমিসনারের কর্ত্তৃত্বাধীন শাসনাধীন ও আপিলাধীন থাকিবে।

৪। সেটলমেণ্টের কার্য্যাবলী এবং জরীপ সংক্রান্ত আপত্তি মীমাংসা করা, সাক্ষ্য ইত্যাদি গ্রহণ করা সম্বন্ধে সেটলমেণ্ট অফিসারের এবং এসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসারের সাঁওতাল পরগণার সিভিল কোর্টের সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে।

সেটলমেণ্ট মোকদ্দমার বিচার পদ্ধতি

১৪৬৫ নং / ২৭।৩।১৮৯৩। এল আর চিঠির মর্ম্ম।

যেস্থলে সেটেলমেণ্ট চলিতেছে, তথায় সেটলমেণ্ট শেষ

সা-হওয়া পর্য্যন্ত এই আইনের ৫ ধারার মোকদ্দমা সমস্ত ১৮৫৫। ৩৭ আইনের ২ ধারা অনুসারে নিযুক্ত কর্ম্মচারী এবং সেটলমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা বিচারিত হইবে এবং কমিসনার ডিপুটী কমিসনার এবং সেটলমেণ্ট অফিসার এবং যেখানে সেটেলমেণ্ট চলিতেছে তথাকার সাবডিভিসনাল অফিসারের নালিশ শুনিবার ক্ষমতা রহিল। সেটলমেণ্ট আফিসারের নিকট সর্ব্বপ্রথম মোকদ্দমা দায়ের হইবে এবং তিনি ইষু ধার্য্য করিবেন। সেটেলমেণ্ট অফিসার কিম্বা এসিষ্টাণ্ট অফিসার বিচার না করিতে পারিলে ইষু ধার্য্য করিয়া ক্ষমতা বিশিষ্ট সাধারণ আদালতে পাঠাইবেন। সেটলমেণ্ট অফিসার অথবা সাবডিভিসনাল অফিসারের বিচারের আপিল ডিপুটী কমিসনার নিকট হইবে। এসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসার অথবা নিম্নতন কোন দেওয়ানী আদালত বিচার করিলে তাহার আপিল যে সেটলমেণ্ট অফিসারের দুমকা, জামতারা, গোড্ডার সাবডিভিসনাল অফিসারের ক্ষমতা আছে, তাহার নিকট হইবে। নিম্নতন আপিল আদালত প্রথম বিচারক আদালতের সহিত মতভেদ হইলে উক্ত নিম্নতন আপিল আদালত ডিপুটী কমিসনরের হইলে তাহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিল কমিসনরের নিকট হইবে; এবং অন্যত্র ডিপুটী কমিসনারের নিকট হইবে; এতভিন্ন সর্ব্বত্র আপিল চূড়ান্ত হইবে। যে কোন আপিল নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

জমাবন্দি প্রস্তুতের নিয়মাবলীর সারমর্ম্ম :—

১৮৭৬ সালের ২৪ এপ্রেল তারিখের ১১০৪ এল আর চিঠি—

১। পঞ্চাইতগণ গ্রামের প্রজা মধ্যে যে জমা বিভাগ করিয়া দিবে তাহা চুড়ান্ত হইবে।

২। গ্রামের মোস্তাজির কিম্বা প্রধানের প্রাপ্য কমিসন শতকরা ১২৲ টাকার উৰ্দ্ধ হইবে না এবং প্রজার লভ্যাংশ শতকরা ৬৲ টাকা এবং বাকী লভ্য জমীদারের অংশ হইতে পাইবে।

৩। এই হুকুম জারী হইবার ১মাস মধ্যে যে স্থানে প্রজাওয়ারী জমাবন্দী না হইয়াছে, তথায় জমিদার মালীক কিম্বা গ্রামের মাঝি বা মোস্তাজীর প্রত্যক প্রজার জমির রকম ও পরিমাণ এবং তাহার জমা নির্দ্দেশ করিবে। গ্রামে রেথবন্দী নিয়ম প্রচলিত থাকিলে তদনুসারে জমা ধার্য্য হইবে।

৪। খাস জমিদারীতে কিম্বা অন্যত্র যেখানে প্রজাবন্দী হিসাবে জমাবন্দী হইয়াছে, তথায় সেটলমেণ্ট অফিসার কর্ত্তৃক প্রজার যে দেয় খাজানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই তাহার নিকট আদায় হইবে।

৫। সেটলমেণ্ট অফিসার প্রজাওয়ারী জমাবন্দী স্থির না করিয়া থাকিলে তাহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই যে, প্রজা এবং মালীক উভয় সম্মতিক্রমে গ্রামে পঞ্চায়ত করিবে; প্রজার তরফে ২ জন ও মালীকে তরফ ২জন মধ্যস্থ ঠিক করিয়া ঐ পঞ্চায়েত গ্রামের লোক সমক্ষে জমাবন্দী তৈয়ার করিয়া প্রত্যকের দেয় খাজানা ধার্য্য করিবেন। ঐ জমাবন্দি পঞ্চায়তগণ ও মালীকগণ দস্তখত করিয়া ১ খণ্ড সাবডিভিসনাল অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন, ১ খণ্ড মালীক রাখিবেন।

৬। মালীক এবং প্রজাদের এ সম্বন্ধে একমত না হইলে উভয় তরফ দুই জন করিয়া মধ্যস্থ ঠিক করিবেন এবং ঐ চারি জন মধ্যস্থ পুনরায় আর একজনকে মধ্যস্থ স্থির করিয়া সকলে মিলিয়া পঞ্চায়ত করিবে। তাহারা গ্রামের লোকে সমক্ষে প্রত্যক প্রজার জমির পরিমাণ ও রকম অনুসারে তাহাদের খাজানা ঠিক করিয়া তাহার জমাবন্দি স্থির করিবেন। গ্রামে রেখবন্দী চলিত থাকিলে তদনুসারে ধার্য্য করিবেন। ঐ জমা-বন্দি উক্ত ৫ জন পঞ্চায়ত এবং মালীকের দস্তখত সহ একখণ্ড সাবডিভিসনাল আফিসে পাঠাইতে হইবে। ১ খণ্ড মালীক রাখিবেন।

৭। সেটলমেণ্ট হইবার পর কোন গ্রামে প্রজাওয়ারীর জমাবন্দি হইয়া না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার জমাবন্দি নিয়ম মত প্রস্তুত করিয়া একখণ্ড সাবডিভিসনাল অফিসার নিকট দাখিল না করিয়া কোন জমিদার বা জগীর মালীক ব্রহ্মোত্তরদার মকররীদার বা মাঝি বা প্রধান বাকী খাজনার জন্য নালিশ করিতে পারিবে না।

৮। কোন জমিদার বা মালীক প্রধান বা মাঝি উপরোক্ত বিধান অনুসারে জমাবন্দী তৈয়ার করিতে কোন প্রকার তঞ্চকত বা প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ পাইলে তাহার ২০০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে। এবং তাহার সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা ঐ জরিমানার টাকা আদায় হইবে। ঐ প্রকার তঞ্চকতা মূলক জমাবন্দী সূত্রে কেহ খাজনার নালিশ করিলে তাহা ডিসমিস হইবে এবং সেই খাজানার জন্য আর নালিশ চলিবে না।

৯। কোন জমিদার, মালীক, মাঝি কিম্বা প্রধানের জুমাবন্দী খোয়া গেলে সাবডিভিসনাল আদালতে ৷৹ আনার ষ্ট্যাম্প দিয়া পুনরায় তাহার নকল পাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ধারানুসারে যে জমাবন্দি দাখিল হইবে তাহা চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু প্রবঞ্চনা মূলক জমাবন্দীতে আপত্তি চলিবে। সাবডিভিসনাল অফিসার ঐ আপত্তির মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া এবং দোষী পক্ষকে শাস্তি দিয়া পুনরায় জমাবন্দী সংশোধন করিবার আদেশ দিবেন এবং তাহা প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৫৲ পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারেন এবং অপরাধী পক্ষের সম্পত্তি হইতে ঐ জরিমানা আদায় হইবে।

১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ও ৮ ধারার মর্ম্ম।

৭ম ধারা। ১৭৯৮ সালের ১ম রেগুলেসন দ্বারা বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা এবং বেনারস প্রদেশ সম্বন্ধে এবং ১৮০৩ সালের দ্বারা বাজাপ্তী এবং দখলী প্রদেশ সমূহে রেহান কবালা মর্টগেজ বাইবিল ওয়াফা বা তদ্রূপ অন্য মর্টগেজ জমির পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে যে বিধান করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত এতদ্দারা আরও বিধান করা যাইতেছে যে, যেস্থলে মর্টগেজ গৃহিতা দলিলের সঙ্গে সঙ্গে অথবা মর্টগেজের ওয়াদা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আবদ্ধ জমি দখল পাইয়াছে তথায় নিম্নলিখিত বিধান অনুসারে ওয়াদা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কর্জের আসল টাকা অথবা কিছু শোধ হইয়া থাকিলে বক্রী টাকা রেহানদারকে নিয়ম মত দিলে বা দিতে চাহিলে ঐ আবদ্ধীয় সম্পত্তির মালীক দেনদার বা তাহার আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারী ঐ সম্পত্তি ফেরত পাইবে। অথবা যে স্থান

মর্টগেজ গৃহিতা আবদ্ধীয় জমির খাস দখল পায় নাই, তথায় নিম্নলিখিত বিধান মত ওয়াদা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে আসল টাকা সায় প্রাপ্য সুদ নগদ দেওয়া হইলে বা বিধিমত দিতে চাহিলে ঐ আবদ্ধীয় সম্পত্তির মালীক মর্টগেজদাতা বা তাহার আইনতঃ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে। এই আইনের ৮ম দফানুসারে মর্টগেজ-গৃহীতা জিলা কোর্টে বা দেওয়ানী আদালতে উক্ত হস্তান্তর পাকা কায়েম করিবার এক বৎসর মধ্যে (বাঙ্গলা ফসলী বা বিলায়তী বৎসর যেখানে যাহা চলিত থাকে) যে কোন সময়ে মর্টগেজ-গৃহীতা বা তাহার আইনত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে ঐ দেনার টাকা নগদ দেওয়া অথবা দিতে চাহা স্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক; অথবা ঐ সময় মধ্যে যেখান-কার সম্পত্তি আবদ্ধ আছে, তথাকার জিলা বা দেওয়ানী আদা-লতে মর্টগেজের দেয় টাকা জমা দেওয়া চাই।

১৭৯৮ সালের ২ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩৪ রেগুলেসনের ১২ ধারায় মর্টগেজ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের নির্দ্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে, এই আইনের মর্টগেজ পুনরুদ্ধার জন্য ন্যায় অনুসারে যে ১ বৎসর অধিক মিয়াদ দেওয়া গেল, তাহাতেও সেই বিধান সম্পূর্ণ প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৮ম ধারা।

মর্টগেজি বা কটগৃহীতা তাহার হস্তান্তর পাকা করিবার জন্য (দেনদারের পুনরুদ্ধারের স্বত্ত রহিত জন্য) নির্দ্দিষ্ট ওয়াদার তারিখের পর অথবা কর্জা টাকা উসুল হইবার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে—দেনদার বা তাহার আইনত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য টাকার তাগাদা করিয়া উকীল দ্বারা বা

স্বয়ং, যেখানে রেহানে সম্পত্তি আছে, তথাকার জেলাকোর্টে ‘খা দেওয়ানী আদালতের জজের নিকট উক্ত মর্ম্মে দরখাস্ত করিবে। ঐ দরখাস্ত পাইলে জজ দেনদার বা তাহার স্থলাভিষিক্তের উপর ঐ দরখাস্তের নকল অতি সত্বর জারী করিবেন। এবং হুকুম করিবেন যে উক্ত জারীর তারিখ হইতে ১ বৎসর মধ্যে উপরোক্ত ধারার বিধান মতে আবদ্ধীয় সম্পত্তি পুনরুদ্ধার না করা হইলে ঐ মর্টগেজ বা কট কায়েম হইবে এবং দেনদার বা তাহার স্থলাভিষিক্ত আর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পরিবে না।

১৮৫৫ সালের ৩৭ আইন (১৮৫৭ সালের ১০ আইন এবং ১৮৯৩ সালের ৫ আইন দ্বারা সংশোধিত)—

১৮৫৫ সালের ২২ শে ডিসেম্বরের তারিখে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত—

যেহেতু অধুনা বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সিতে প্রচলিত গবর্ণমেন্টের সাধারণ আইন এবং রেগুলেসন অশিক্ষিত সাঁওতালদিগের পক্ষে উপযুক্ত নহে, যেহেতু দামিনিকো নামক প্রদেশ এবং অন্যান্য প্রদেশ যাহাতে সাধারণতঃ উক্ত জাতি অধিবাসী তাহা উক্ত সমস্ত আইনের বহির্ভূত করা আবশ্যক সুতরাং নিম্নলিখিত আইন করা যাইতেছে যে ঃ—

১। ক। এতদ্বারা এই আইনের তপশিলের লিখিত

প্রদেশ সমূহকে (এতৎ পশ্চাৎ লিখিত স্থান ব্যতিত) বেঙ্গল কোডের সাধারণ রেগুলেসন ও সকৌন্সেল গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রচলিত আইনের বহির্ভূত করা গেল। এবং সকৌন্সেল গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কর্ত্তৃক অতঃপর প্রচারিত কোন আইন উক্ত প্রদেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলে তথায় প্রচলিত বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু এখন যে সকল মোকদ্দমা দায়ের আছে, তাহাতে উক্ত নিয়ম খাটিবে না বা তাহাতে কার্য্যকারী হইবে না অথবা উক্ত প্রদেশ সমূহ বোর্ডের ১৮০৪ সালের ১০ রেগুলেসনের বহির্ভূত হইবে না। অথবা এই আইন কোন রেভিনিউ বন্দোবস্ত অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের খাজানা আদায়ের আইনের সম্পর্কে খাটিবে না কিম্বা রাজস্ব বাকী পড়া মহাল নীলামের আইন বা পত্তনী তালুক বা বাকী খাজানা হেতুক পত্তনী নীলাম বা বাটোয়ারা কিম্বা দাখিল খারিজ সম্বন্ধীয় আইন বিষয়ে অথবা বঙ্গীয় লেফটেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা যে যে বিষয় সাধারণ চলিত আইন ও রেগুলেসন প্রযোজ্য বলিয়া বিজ্ঞাপন দিবেন, তথায় ইহা খাটিবে না।

খ। উক্ত প্রদেশ সমূহ বঙ্গীয় লেফটেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক নিযুক্ত অফিসারের শাসন ও পরিচালনার অধীন থাকিবে এবং উক্ত অফিসারগণ লেফটেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরের হুকুম ও শাসনাধীন থাকিবে।

২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার এবং রাজস্ব আদায়ের ভার (উক্ত প্রদেশ সমূহের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব ভিন্ন অন্য) উক্ত অফিসারের উপর থাকিল। কিন্তু যে সমস্ত

মোকদ্দমার দাবী ১০০০৲ ঊর্দ্ধ, তাহার বিচার ও মীমাংসা সাধারণ আইন এবং রেগুলেসন অনুসারে (এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইত) হইবে। এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব এই আইনজারী না হইলে যথায় এবং যে প্রকারে আদায় হইত তাহাই হইবে।

৩। দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন জন্য উক্ত অফিসারগণ উক্ত প্রদেশের মধ্যে অথবা লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক যথায় স্থির হয়, কাছারী করিতে পারেন। কোন ব্যক্তির দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী জেলের শাস্তি হইলে তাহাকে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যেমন আদেশ করেন, উক্ত প্রদেশের বাহিরে বা মধ্যে জেলে রাখা হইবে।

তপশীল।

(ক)। দামিনীকো ঃ—পরগণা ভাগলপুর এবং পরগণে সতিহারী যে পরিমাণ অংশ গেরুয়া নদীর পূর্ব্ব এবং হামজাচক হইতে পূর্ব্বদিকে দিঘি গ্রাম পর্য্যন্ত কল্পিত রেখার দক্ষিণ।

(খ) পরগণে তেলিয়াগরী।

জিলা	পরগণা / তপা	মন্তব্য
জিলা ভাগলপুর	" জমুনী	গঙ্গার মূলে স্রোতের বাম দিকে যাহা বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে হইবে সেই অংশ ব্যতীত অর্থাৎ গঙ্গাই ইহার এক সীমানা হইল।
	" চিতলিয়া	
	" কাঁক জোল	
	" বাহাদুরপুর	
	" আকবরা বাদ	
	" ইনায়ত নগর	
	" মকরাইন	
	" সুলতানগঞ্জ	
	" আম্বর	তপশিল স্থিত পরগণার সাধারণ সীমার মধ্যে যে সকল গ্রাম বাদ পড়িয়াছে তদ্ব্যতীত।
	" সুলতানা বাদ	
	" গোড্ডা	
	" আমল মাটিয়া	
	" পাসাই	
	" হাড়োয়া	
	তপে মণিহারী	
	" বেলপাত্তা	
জিলা বীরভূম	পরগণে পাবিয়া	
	তপে সারট দেওঘর	
	তপে কুণ্ডহিত কড়য়া	
	তপে মাহামুদাবাদ	
	চন্দন কটনালার উত্তরে দাড়িন গৌলেশ্বর পরগণার যে অংশ।	

(গ) অন্যান্য পরগণা এবং তপার যে যে ক্ষুদ্র অংশ তপশিলস্থিত পরগণা ও তাহার সাধারণ চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে।

গঙ্গার মূল প্রবাহের দক্ষিণ-তীরস্থ মালদহ এবং পূর্ণিয়া জিলার পরগণা সমূহের যে অংশ আছে।

সাঁওতাল পরগণার পিটিসন রাইটার নিয়োগের নিয়মাবলীর সার মর্ম্ম।

১। প্রত্যেক সাবডিভিসনের কার্য্য অনুসারে তথাকার পিটিসন রাইটারের সংখ্যা স্থির করা যাইবে। স্থানীয় সাব-ডিভিসনাল অফিসারের সহিত পরামর্শ করিয়া ডিপুটী কমিসনার ঐ সংখ্যা স্থির করিবেন। এবং উচিত বোধ করিলে সময় সময় পিটিসন রাইটারের লিষ্ট পুনঃপরিবর্ত্তন করিতে পারেন। একচেটিয়া না হয় অথবা স্থানীয় লোকের অসুবিধা না হয় এবং সকলেই কিছু কিছু আয় হয়, এসব বিবেচনা করিয়া নিয়োগ সংখ্যা স্থির করিতে হইবে।

২। উকীল, মোক্তার উক্ত পদপ্রার্থী থাকিলে বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে তাহাদিগকে ঐ পদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহারাই যে ঐ পদ পাইবে, এমত কোন কথা নাই। স্থানীয় অভিজ্ঞতা নাই, কেবল এই কারণেও কোন উকীল মোক্তারের দরখাস্ত না মঞ্জুর করা যাইতে পারে। পদপ্রার্থীদিগকে নিয়োগ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের নিম্ন-লিখিত আইনে সাধারণ জ্ঞান আছে কি না সাবডিভিসনাল অফিসার পরীক্ষা করিতে পারেন।

খ। যথা—কোর্টফি আইন, ষ্টাম্প আইন, তমাদি আইন, সাঁওতালী সিভিল রুল, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন সাক্ষ্য

বিষয়ক আইন, রেজেষ্টরী আইন, চুক্তি আইন, ফৌজদারী কার্য্য-বিধি এবং দণ্ডবিধি। উকীল মোক্তার কে কোন পরীক্ষা দিতে হইবে না।

৩। স্থানীয় আদিমবাসিদিগের জন্য দুমকায় ৬ পাকুড়ে ২ গোড্ডায় ৩ রাজমহলে ৪ জাম তারায় ৩ জনের পদ নির্দ্দিষ্ট রাখা হইল। মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস হইলে এবং কেবল ষ্টাম্প, কোর্ট ফি, তমাদি আইনে পাস হইলেই তাহাদিগকে নিয়োগ করা যাইবে। ডিপুটী কমিসনারেরর বিনা মঞ্জুরীতে কেহ এই পদ পাইবে না।

৪। কেহ কার্য্যে অনুপযুক্ত হইলে বা অসচ্চরিত্র হইলে বা ৩ মাসের অধিক দিন বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত থাকিলে তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে। অসচ্চরিত্র শব্দে জুয়াচুরী, অন্যায়-পরায়ণতা হকিমানের প্রতি অবজ্ঞা এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান না থাকা (যাহার দরুণ সাধারণের ক্ষতি হইতে পারে) বুঝাইবে।

৫। সাবডিভিসনাল অফিসার পিটিসন রাইটারের নাম কাটিবার পূর্ব্বে ডিপুটী কমিসনারের সম্মতি লওয়া আবশ্যক। সস্‌পেনসনের হুকুম ৩ মাসের জন্য হইলে তাহার আপিল চলিবে না। তদধিক সময় জন্য হইলে আপিল চলিবে। ডিপুটী কমিসনার কাহাকেও সাজা দিলে তাহার আপিল কমিসনারের নিকট হইবে। কোন উকীল বা মোক্তার তাহার সনদ থাকিলেও পিটিসন রাইটারের লিষ্ট হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারেন। ৫৫ বৎসরের অধিক বয়স হইলে পিটিসন রাই-টারকে ডিপুটী কমিসনার ছাড়াইয়া দিতে পারেন।

৬। তাহারা আদালতে হাজির হইতে বা বক্তৃতা করিতে

বা দরখাস্ত দাখিল করিতে কিম্বা বিশেষ যোগ্যতা ব্যতীত পক্ষগণের মোক্তার স্বরূপ উপস্থিত হইতে পারিবে না। তাহারা দরখাস্ত লিখিতে এবং তজ্জন্য ফিস লইতে পারে, কিন্তু তাহা সাবডিভিসনাল অফিসারের নির্দ্ধারিত হারের বেশী হইবে না। আইন বহির্ভূত বা অনাবশ্যক দরখাস্ত লিখিবে না। দরখাস্তে কত কোর্ট ফি দিতে হইবে, তাহা পক্ষগণকে বলিয়া দিবে। পক্ষগণের বর্ণিত বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিবে এবং তাহা পক্ষগণকে ভালরূপ বুঝাইয়া দিবে। দরখাস্তের ভাষা ভদ্রোচিত এবং সম্মানজনক হওয়া বিধেয়।

দেওঘর এলাকার প্রজা ও জমিদারের স্বত্বের সার মর্ম্ম।

সাঁওতাল পরগণার ভূমির স্বত্ব ও বিভাগ বাঙ্গলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে প্রজার ও জমিদারের জমিতে ক্ষমতা ও স্বত্ব একপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট। প্রজা ২১টী পরগণাতে বা বিশেষ স্থানীয় রীতি ভিন্ন সর্ব্বত্র তাহার জমি কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারে না। এমন কি বিশেষ কয়েকটী স্থল ব্যতিত অভিভাবক পর্য্যন্ত দিতে পারে না। অপরদিকে সেটলমেণ্ট রেকর্ড অব রাইটে জমিদারের স্বত্ব সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ। তদ্দারা তাহাকে যে কয়টী মাত্র স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহার বাহিরে জমিদার কিছুই করিতে পারে না। প্রজা এবং জমিদারের মধ্যে আর একশ্রেণীর স্বত্ব বিশিষ্ট লোক আছে। ইহাদিগকে স্থান ভেদে মোস্তাজীর প্রধান বা মুল রায়ত কহে। ইহারা খাজানা আদায় করিয়া প্রজা ও জমিদারের

নিস্কুট হইতে শতকরা ৬I০ কমিসন পায়। ইহা ছাড়া কোন কোন স্থানে চাকরাণ স্বরূপ কিছু জমি দেওয়া আছে, এবং পলাতক প্রজার জমির বন্দোবস্ত ও গ্রামের পুলিসের কাজ ইহাদের হাতে থাকে। মোটের উপর ইহারা গ্রামের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের খাস জমিদারী দামিনী কোতেও পরগণাইত, সরকার, ইত্যাদি কয়েক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব বিশিষ্ট শ্রেণী আছে। যাহা হউক, দেওঘর সাব ডিভিসনে আবার সাঁওতাল পরগণার মত অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রজা ও মালীকের স্বত্ব আরো স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা দেওয়া গেল।

এখানকার মালীকগণ অধিকাংশ ঘাটোয়াল নামে অভিহিত। ইহাদের পর আর একশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তীস্বত্ব বিশিষ্ট লোক আছে তাহাদিগকে মূল রায়ত কহে এবং তাহাদের পরের শ্রেণীই প্রজা। ঘাটোয়ালদের ইতিহাস লিখিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র বই হইয়া পড়ে। বহুপূর্ব্ব হইতেই মুসলমানদিগের আমলে যখন মহারাষ্ট্র ও পার্ব্বত্য জাতিদের অত্যন্ত উপদ্রব হয়, তখন গ্রামের বা পরগণায় ঘাটি বা দেশে শান্তি রক্ষার্থ ঘাটোয়াল নামক এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিল। তাহারা নবাব সরকার হইতে চাকরাণ স্বরূপ জায়গীর এবং নজরানা স্বরূপ কিছু কিছু জমা রাজসরকারে দাখিল করিত; পরে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়ও যখন দেশে নানাপ্রকার অরাজকতা ও অশান্তির ভয় বিরাজমান, তখন তাঁহারাও দেশ বন্দোবস্তের সময় সাবেক প্রথানুসারে এই সকল ঘাটির রক্ষক ঘাটোয়ালগণের স্বত্ব স্বীকার করিয়া লন এবং তাহাদের

সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া যৎ সামান্ত রাজস্ব ধার্য্য করেন। কোন কোন স্থলে ঐ রাজস্ব সম্পূর্ণই কালেক্টরীতে দিতে হয় এবং কোথাও কিছু জমিদারকে ও কিছু কালেক্টরীতে দিতে হয়। পূর্ব্বে এ সকল ঘাটোয়ালী বীরভূমের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ঘাটোয়ালী দেওঘর এলাকা-ভুক্ত হইয়াছে। ১৮১৪ সালের ২৯ রেগুলেসন এবং ১৮৫৯ সালের ৫ আইনে তাহাদের স্বত্ব ও ক্ষমতা বিবৃত আছে। বাঙ্গলার অন্যান্য জমিদারের ন্যায় ইহাদের জমি সম্বন্ধে স্বেচ্ছা-মূলক কোন ক্ষমতা নাই। সীমাবদ্ধ ক্ষমতাশালী চাকরাণদার বলিয়া ইহারা গণ্য হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই রোহিণী পাতরোল, বাসনগাওয়া, গড় সারা তিউর প্রভৃতি বৃহৎ আয় বিশিষ্ট জমিদারী স্বত্বে ও সুশিক্ষা এবং সৎসঙ্গের অভাবে কাহারো শ্রীবৃদ্ধি নাই। ইহাদের জমিদারীর খাজানা আদায় করিবার জন্য তহশীলদার স্বরূপে একটি বা কয়েকটি গ্রামের উপর এক জন বা অধিক মাতব্বর প্রজা আছে, তাহাকে মূল রায়ত কহে। ইহাদিগের উপর খাজানা আদায়ের ভার আছে এবং ইহাদের ক্ষমতা ও স্বত্ব কতক প্রজার ন্যায়, কতক মধ্যস্বত্বা-ধিকারীর ন্যায়। গোটের উপর কেহই ঘাটোয়ালী জমি হস্তান্তর করিতে পারে না। মূল রায়তকেও এক শ্রেণীর চাকরাণদার বলিয়া ধরা হইয়াছে। খাজানা আদায়ের উপর কমিসন, পলাতকা, পতিত, বন্দোবস্ত ও পুলিসের কিছু ক্ষমতা এবং কিছু চাকরান জমি ইহাদের দেওয়া হইয়াছে।

• ঘাটোয়ালের ক্ষমতা, স্বত্ব এবং দায়িত্ব।

১। ঘাটোয়াল দেশে শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী এবং তজ্জন্যই তাহার সৃষ্টি; এবং তদুদ্দেশ্যেই তাহাকে চাকরাণ জমী দেওয়া হইয়াছে। জমীদারীর মধ্যে কোন ঘাটোয়ালী থাকিলে তাহা জমীদার কোন ক্রমেই বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন না (নিলমণি সিংহের মোকদ্দমা দেখ) ঘাটোয়াল জমীদারের অধীন নহে, সাধারণের উপকারার্থে গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ লোক। তাহার পদ উত্তরাধিকার ক্রমে ভোগ্য। কোন মৃত ঘাটোয়ালের ওয়ারীশান স্থানীয় শান্তিরক্ষার এবং ঘাটোয়ালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা দেখাইতে পারিলে সে ঘাটোয়ালী ভোগদখল করিতে পারিবে। ওয়ারীশান সূত্রে বা অন্য কোন প্রকারে ঘাটোয়ালি গদি পাইবার অগ্রে সকলকেই ডিপুটী কমিসনার বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়া মুচলিকা ও কবুলিয়ত দিতে হইবে। তাহা না করা পর্য্যন্ত কেহ ঘাটোয়াল বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।

২। ঘাটোয়ালের স্বত্বে এবং জমীদারের স্বত্বে অনেক প্রভেদ; বিশেষ প্রভেদ এই যে ঘাটোয়াল তাহার স্বীয় সম্পত্তি বা সম্পত্তির অংশে কায়েমী বা মেয়াদী কোনরূপ রেহান বিক্রি বা হস্তান্তর করিতে পারে না এবং তাহার কৃত কোন প্রকারে দায়িত্ব পাট্টা বা চুক্তিতে তাহার উত্তরাধিকারীগণ বাধ্য নহে। মোট কথা ঘাটোয়ালী কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জীবন স্বত্ব স্বরূপ ঘাটোয়ালের জমীতে অধিকার এবং গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে নিজের দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য অন্যে সমর্পণ করিতে তাহার

কোন ক্ষমতা নাই। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের ঘাটোয়ালী বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী এবং কায়েমী—খাজানা কমি বেশী হইবার যো নাই।

৩। ১৮৫৯ সালের ৫ আইন দ্বারা ঘাটোয়ালগণকে বিশেষ বিশেষ স্থলে অন্যের সহিত জমী কায়েমী বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ তজ্জন্য ডিপুটী কমিশনার বাহাদুরের নিকট উদ্দেশ্য এবং জমীর তায়দাদ ও নকসা সহ দরখাস্ত করিতে হইবে, তৎপরে তিনি ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৮৪ ধারা মত সার্টিফিকেট দিবেন যে, যে জমীর জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত এবং যে উদ্দেশে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহাও ভাল। তৎপর ঐ সার্টিফিকেট সহ ঘাটোয়াল ঐ খাস করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত দিবে এবং ঐ জমী প্রজা-বিলি থাকিলে তাহারে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদালত ধার্য্য করিবেন। পরে ১৮৫৯ সালের ৫ আইন অনুসারে পাট্টা লেখা-পড়া করিয়া ঐ পাট্টায় কমিসনার বাহাদুরের মঞ্জুরী দস্তখত লইতে হইবে।

৪। ঘাটোয়াল কোন মাহাজনকে দেনা শোধ অভিপ্রায়ে স্বীয় প্রাপ্য খাজনা প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া লই-বার বন্দোবস্ত দিলে তাহাকে জাট কহে। এমত স্থলে ঘাটোয়াল কতকগুলি খাজানার রসিদে সহি করিয়া মহাজনের হাতে দেয় এবং মহাজন ঐ রসিদ দিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজানা তহশীল করিয়া আপন দেনা উশুল করিয়া লয়। মহাজনের উশুল আশা বহু আয়াস ও ভবিষ্যৎ সাপেক্ষ বিধায় মহাজন যে টাকা দেয় তাহার বহুগুণ পরিমাণের মূল্যের রসিদ ঘাটো-য়ালের নিকট হইতে লয়। প্রজা টাকা দিতে অস্বীকার করিলে

তাহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, কারণ আদালতে নালিস করিবার তাহার কোন ক্ষমতা বা অধিকার নাই, আবার অন্য পক্ষে প্রজা ঘাটোয়াল ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে খাজানা দিলে হয়ত তাহাকে দোকর খাজনা দিতে হয়। কারণ ঐ প্রকার রসিদ প্রায়ই গোলোযোগ পূর্ণ, এমত স্থলে প্রজার আদালতে খাজানা জমা দেওয়াই শ্রেয় (ডিঃ কঃ রেণ্ট আপীল নং ৫২। ১৮৮২ যুগল কিশোর বনাম বংশীবদন)। মহাজনের ও এই সব স্থলে টাকা আদায়ের বড় অসুবিধা। কারণ ঘাটোয়ালের সর্ব্বপ্রকার দেনা পত্র দায়িত্ব তাহার স্বীয় মৃত্যুর সহিত চুকিয়া যায়। তাহার ত্যজ্য কোন কিছুতে হাত দিবার যো নাই। ঘাটোয়ালী ক্রোক করিয়া টাকা আদায়েও বিষম গোলোযোগ; তাহার আবশ্যকীয় খরচ "Necessary out-goings" বাদে যে মুনফা থাকে, তাহাই ক্রোক নিলাম হইতে পারে; কিন্তু তাহা করিতে হইলে নানা প্রকারে অসুবিধা হয়। ইঃ লঃ রিঃ কলিকাতা ২৪। ৮৭৩ পৃঃ।

৫। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঘাটোয়ালের জমীদারীতে কেবল জীবন স্বত্ব মাত্র; তাহাও আবার হিন্দু বিধবার জীবন স্বত্বের ন্যায় নহে। জীবনকালাবধি গবর্ণমেণ্টের চাকর স্বরূপে ভোগ করিবে। পুলিস কার্য্যে ব্যতিক্রম হইলে তাহার সম্পত্তি তাহাদের বেতনের জন্য ক্রোক হইবে (মারোয়ার ঘাটোয়ালের case)। ঘাটোয়াল তাহার জমী কোন ক্রমে হস্তান্তর করিতে পারে না এবং কোন বাহিরের লোককে জমী দিলেও ঐ ব্যক্তির কোন প্রকার স্বত্ব তাহাতে জন্মিবে না, যেহেতু জমী তাহার স্বীয় সম্পত্তি নহে। এমন কি পাথরোলের ঘাটোয়াল ইষ্ট·

ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানিকে জমী দিয়া অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ পান, কিন্তু ঐ টাকা নিজে স্বেচ্ছাক্রমে খরচ করিতে পারেন নাই। মহামান্য হাইকোর্ট ঐ টাকা ঘাটোয়ালী সম্পত্তি বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন এবং ঐ টাকার সুদ মাত্র তিনি ভোগ করিতে পারেন এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। বাকী রাজস্বের জন্য ঘাটোয়ালী বিক্রী হইতে পারে এবং তাহাতে ষোল আনা স্বত্ব বিক্রি হইবে কারণ ঘাটোয়ালী বাটোয়ারা হইতে পারে না। অন্য কোন ডিক্রিজারীতে আবশ্যকীয় খরচ বাদে যে মুনাফা তাহাই ক্রোক হইবে। সাঁওতালি আদালতের ডিক্রি হইলে তথাকার সাধারণ নিয়মানুসারে জারী হইবে। হাইকোর্টের অধীনস্থ কোন আদালতের ডিক্রি হইলে সবডিবিসনাল অফিসার ডিঃ কমিসনরকে এবং ডিপুটি কমিশনর কমিশনর বাহাদুরকে তাহা জানাইবেন। পরে সবডিবিসনাল অফিসার একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঘাটোয়ালের সর্ব্বপ্রকারের আয় এবং পুলিশ খরচ, পরিবারের ব্যয় ও ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহার্থ খরচ ইত্যাদি সমস্ত নির্দ্ধারণ করিবেন। উক্ত হিসাব পূর্ব্ব ৫ বৎসরের অনুপাত লইয়া করা হইবে এবং উহাতে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ধরা হইবে না। খরচ বাদে যাহা বাকী থাকিবে, তাহাই ঘাটোয়ালের মুনাফা এবং ক্রোক বিক্রয়যোগ্য ডিক্রিকারী আদালতকে জানান হইবে। সাধারণতঃ রিসিভার নিযুক্ত করিয়া তাহার মারফৎ ডিক্রির টাকা উশুল করা হয়। এই অবস্থায় ঘাটোয়ালের মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ রিসিভার রদ হইবে, কারণ মৃত্যুর সহিত তাহার সমস্ত দেনা শোধ হয় এবং তাহার ওয়ারীশান

কিন্তু তাহার ত্যজ্য ঘাটোয়ালী সম্পত্তি কোন প্রকারে দায়াবদ্ধ নহে।

৭। সিকিমি ঘাটোয়ালী ঘাটোয়ালের নিজের সৃষ্ট। তৎসংসৃষ্ট স্বত্বাদি উক্ত প্রকার ঘাটোয়ালীর অনুরূপ। ডিক্রিজারীতে সিকিমি ঘাটোয়ালী বিক্রী হইবে না।

হেডমেন—মূল রায়ত মোস্তাজির।

১। হেডমেন, মোস্তাজির এবং মূলরায়ত এই সকল শ্রেণীর পদ প্রায়ই এক প্রকার, ইহাদের প্রত্যেকেরই কার্য্য তহশীলদারের মত। মূল রায়ত কেবল দেওঘর এলাকাতেই আছে এবং তাহাদের স্বত্বের বিশেষত্ব এই যে তাহার স্বীয় স্বত্ব পূর্ণ ষোল আনা (আংশিক নহে) দান বিক্রি বা হস্তান্তর করিতে পারে এবং দেনডিক্রিতেও তাহার স্বত্ব ডিপুটি কমিসনরের সম্মতিক্রমে বিক্রয় হইতে পারে। যাহা হউক, খোসকবালাতে সে সম্মতির আবশ্যক হয় না। কিন্তু ডিপুটি কমিসনরের নিকট খরিদ্দারকে দাখিল খারিজ প্রার্থনা করিতে হইবে।

২। মূলরায়ত তাহার কার্য্যের জন্য কিছু মাল জমী (নিজজোত) পাইয়া থাকে ও খাজানা আদায়ের উপর জমীদার ও প্রজা প্রত্যেকের নিকট হইতে শতকরা ৬।০ কমিশন পায়। এই জমীর জন্য তাহাকে অন্যান্য প্রজার ন্যায় সেটেলমেণ্ট হারে খাজানা দিতে হয়। নিজ জোত খাজানা আদায় ও মূল রায়তের কর্ত্তব্য কার্য্য পালনের জামীন স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। রোহিনি সেটেলমেণ্টে নিজ জোত বিক্রয়ের ক্ষমতা

দেওয়া হয় নাই; কিন্তু যে স্থলে স্থানীয় প্রথানুসারে সেটেল্‌মেণ্ট রেকর্ডে নিজ জোত বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া আছে তথায় উহা বিক্রয় হইতে পারে। নিজ জোত প্রজাবিলি হইয়া থাকিলে তাহা আর নিজ জোত বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩। পলাতকা প্রজার জমি নিজে রাখিতে বা অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারে। গ্রামের পতিত জমি বা প্রজা কর্ত্তৃক জঙ্গল আবাদী জমি প্রজার সহিত অর্দ্ধেক নিরিখে পুনরায় সেটলমেণ্ট পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিতে পারে। নিজে আবাদ করিলে ২য় সেটলমেণ্ট পর্য্যন্ত লাখেরাজ ভোগ করিতে পারে।

৪। সাঁওতাল পরগণায় জমি পত্তনে সেলামী লওয়া একেবারে নিষিদ্ধ এবং সেটলমেণ্টের হারের অধিক খাজানা আদায় হইতে পারে না। এবং বিদেশীয় (দিকু) লোক জঙ্গল বা পতিত জমি পাইবে না। গ্রামের পলাতকা জমি গ্রামস্থ রায়ত না বন্দোবস্ত লইলে অথবা মূলরায়ত নিজে না রাখিলে হাকিমের অনুমতি ক্রমে বিদেশীয় প্রজা বন্দোবস্ত করিতে পারে। মোস্তাজির বা প্রধান হাকিমের বিনা অনুমতিতেও উক্ত প্রকার স্থলে বন্দোবস্ত করিতে পারে।

৫। কেবল একই গ্রামের মূল রায়ত হইলে তাহাকে ঐ গ্রামের বাসেন্দা হইতে হইবে; মূল রায়ত ইচ্ছা করিলে তাহার হস্তান্তর বা দান বিক্রয়ের স্বত্ব ত্যাগ করিতে পারে। সেক্ষেত্রে মহাজন তাহার কিছু ক্রোক করিতে পারে না। সাধারণতঃ দেনার জন্য তাহার স্বত্ব বিক্রয় হইতে পারে।

৬। কোন মূলরায়ত বরখাস্ত হইলে তাহার স্থলে কোন

হেডম্যেন হইলে সে মূলরায়তের স্বত্ব পায় না ; কেবল সাধারণ মোস্তাজির বলিয়া গণ্য হইবে। মূলরায়তী নিজ ভোগ্য স্বত্ব মাত্র এবং তাহার উত্তরাধিকারী বা স্থলবর্ত্তী তাহার স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। বরখাস্ত হইলে তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ লোপ পায়। (গবর্ণমেণ্টের ১৬।১০।১৮৯৪ সালের ৭৮৬ নং টি আর চিঠি)।

৭। মূলরায়ত গ্রামের জমী সেলামী লইয়া বাহিরের লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিলে ডিসমিস হইতে পারে (জগন্নাথ গিরের মোকদ্দমা, ডিঃ কমিসনর আদালত ১৮৯৮ সাল) ; তাহার দায়িত্ব বিভাগ করিবার ক্ষমতা নাই এবং তাহার স্বত্ব বিভাগ করিয়া বিক্রয় করিলে ডিসমিস হইতে পারে (পাহালু রায়ের মোকদ্দমা কমিসনর আদালত রেবিনিউ নম্বর ৩৭।৯৭-৯৮)।

৮। মূল রায়তের কোন প্রকার জমিদারী বা মালিকি স্বত্ব নাই ; তাহার স্বত্ব সাধারণ প্রজার স্বত্বের ন্যায় এবং সে কোর্ফা বিলি করিতে পারে না ; তাহা করিলে, সেই জমী উক্ত প্রজার জোত ভুক্ত হইবে। প্রধান বা মূল রায়ত কোন জমি হস্তান্তর করিলে তাহাতে গৃহীতার কোন স্বত্ব হইবে না। এবং উহাদের উত্তরাধিকারী কোন প্রকার হস্তান্তর বা বিভাগ দ্বারা বাধ্য নহে।

৯। রোহিনীর বন্দোবস্তে স্ত্রীলোকের প্রধান হইবার অধিকার নাই। প্রধান গ্রামের বাসিন্দা না হইলে ডিসমিস হইতে পারে (আবদুল গফুর খাঁর মোঃ কমিসনর আদালত ৩৮।৯৯)। ফলবান বৃক্ষাদি কাটা সম্বন্ধে প্রধানের ক্ষমতা স্থানীয় প্রথার উপর নির্ভর করে।

হেডমেন নিয়োগ ও বরখাস্ত।

শ্রীযুক্ত ডিপুটী কমিসনার বাহাদুর হেডমেন নিযুক্ত করিবেন, এবং ডিপুটী কমিসনার বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা নিযুক্ত না হইলে কোন ব্যক্তি প্রধানের পদে দাবী করিতে পারিবে না। কিন্তু যে সব স্থলে সেটলমেণ্ট চলিতেছে এবং প্রতিযোগী দাবীদার উপস্থিত হয়, তথায় সেটলমেণ্ট অফিসারই উত্তরাধীকারীত্বের রীতি অনুযায়ী এই বিষয় মিমাংসা করিবেন। হেডম্যন নিয়োগে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচিত হইবে।

১। হেডমেন গ্রামবাসী হওয়া আবশ্যক অথবা গ্রাম হইতে অন্ততঃ ১ মাইল মধ্যে তাহার স্থায়ী বাসস্থান থাকা আবশ্যক। কিন্তু গণপত সিংহের দরখাস্তে যে সব মৌজার উল্লেখ আছে, তাহাতে এ নিয়ম খাটিবে না।

২। গ্রাম্য রীতি অনুসারে হেডমেন নিযুক্ত হইবে এবং কোন হেডমেনের নিয়োগ মঞ্জুর করিবার পূর্ব্বে উক্ত ব্যক্তি প্রজাদের মনঃপূত কিনা সে বিষয়ে ডিপুটী কমিসনার স্বীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। এবং মালীকদিগকে যে কোন আবেদনকারীর নিয়োগে আপত্তি করিবার অবসর দেওয়া হইবে।

৩। হেডমেনের কার্য্যের বিভাগ চলিবে না। যে স্থলে কোন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রায়ত বরাবর পৃথকভাবে কার্য্য চালাইয়াছে বা যে স্থলে গত সেটলমেণ্টে উক্ত কার্য্যবিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে, তথায় চলিতে পারে।

৪। হেডমেনের পদ উত্তরাধীকারী ক্রমে প্রাপ্য এবং উপযুক্ত পুরুষ উত্তরাধিকারী তাহা পাইবে।

৫। নিকটবর্ত্তী উত্তরাধিকারী নাবালক থাকিলে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া তাহার সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটী সরবরাহকার না পাওয়া গেলে নাবালকের দাবী বাতিল হইবে।

৬। স্ত্রীলোককে হেডমেন নিযুক্ত করা যাইবে না। উপযুক্ত কারণ থাকিলে কোন ব্যক্তিকে পিতার মৃত্যুর পর তাহার পদে নিযুক্ত না করা যাইতে পারে।

৭। হেডমেনকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা ডিপুটী কমিসনারের রহিল। কিন্তু কমিসনার বাহাদুর নিকট ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলিবে।

৮। নিম্নলিখিত কারণে হেডমেন পদচ্যুত হইতে পারে এবং দুর্ব্ব্যবহার হেতুক পদচ্যুত হেডমেনের উত্তরাধিকারীর কোন দাবী থাকিবে না।

৯। অত্যধিক বয়স হেতুক কার্য্যের অনুপযুক্ততা, বুদ্ধিভ্রংশতা বা শারীরিক অসুস্থতা।

খ। বঞ্চনা, জবরদস্তী, আদালত অবমাননা অথবা অন্য কোন দুর্ব্ব্যবহার প্রমাণিত হইলে অথবা প্রজাদের উপর দৌরাত্ম অথবা কুব্যবহার অথবা তাহাদের স্বার্থ রক্ষার্থ গুরুতর অমনোযোগীতা—যাহা দ্বারা কার্য্যে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

গ। গ্রামে লিপিবদ্ধ স্বত্ব এবং সাধারণের সম্পত্তি রক্ষণে অপারগতা অথবা তাহা নষ্ট করা বা ক্ষতি করা অথবা রায়তদিগের নিকট সেটলমেণ্টের হারের অতিরিক্ত খাজানা আদায় করা।

ঘ। গ্রামের খাজানা বিনা কারণে সময় মত দাখিল না

করা। অথবা খাজনার জন্য যে জোত আমিন থাকে, তাহা বিনা হুকুমে হস্তান্তর করা বা হস্তান্তর করিতে চেষ্টা করা।

ঙ। দামিনিকো অঞ্চলে বিনা হুকুমে দিকুদিগকে গ্রামে বসবাস করিতে দেওয়া বা চাষ করিতে দেওয়া।

কদফাতে ডিপুটী কমিসনারের অনুমতিক্রমে হেডমেন তাহার উত্তরাধীকারীকে তাহার একটিন নিযুক্ত করিতে পারেন। একটিনী কার্য্যের সময় কোন দুর্ব্ব্যবহার করিলে হেডমেনের মৃত্যুর পর তাহার কোন দাবী থাকিবে না।

গণপত সিংহের দরখাস্তে যে সকল গ্রামের উল্লেখ আছে এবং যে সকল গ্রামে সেই প্রকারের নিয়ম জারী আছে, তথায় ব্যতিত মাঝির বা মোস্তাজিরের স্বত্ব বিক্রয় বা অন্য কোনরূপ হস্তান্তরিত হইবে না।

যে সব স্থলে আদালত কর্ত্তৃক উক্ত স্বত্ব বিক্রয় হইয়াছে, তথায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই প্রকার বিক্রয় করা হওয়ার পরও ঐ বিক্রয় হইলে কেবল ঐ কারণেই ক্রেতার স্বত্ব অস্বীকার করা যাইবে না।

হেডমেন পদচ্যুত হইলে তাহার অফিসিয়েল যোত হারাইবে। অফিসিয়েল যোত শব্দে (ক) সে হেডমেন স্বরূপে যে যোত পাইয়াছে, (খ) গত সেটলমেন্টে কোন প্রজার নামে যে জমি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার নিজ দখলে আছে বুঝাইবে। কিন্তু যে সব জমি সে আইনতঃ উত্তরাধিকারী স্বরূপে পাইয়াছে তাহা বুঝাইবে না।

কোন প্রজা গত সেটলমেন্টের পর যে জমি নয়া আবাদ

করিয়াছে এবং সে সময় হেডমেনের নিজ দখলে থাকে, তাহাও অফিসিয়েল যোত শব্দে বুঝাইবে।

প্রজার সাধারণ স্বত্ত্ব।

১। খাজানা বাকী ভিন্ন কুত্রাপি কোন প্রজা উচ্ছেদ হইবে না। তাহাতেও ডিপুটী কমিসনারের সম্মতি আবশ্যক।

২। সাধারণতঃ কোন প্রজা তাহার জোত দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারে না (কাঁকজোল পরগণা এবং যে স্থলে স্থানীয় প্রথানুসারে দান বিক্রয় চলিত আছে তদ্ব্যতিত)।

৩। পুনরায় সেটলমেণ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সেটলমেণ্টের হারের অধিক খাজানা প্রজাকে দিতে হইবে না। (ব্রজলাল দত্ত ও শিশিরকুমার ঘোষ ১৯৮৯ সাল)।

৪। প্রজা জোতে দখলী স্বত্ব পাইবে এবং উত্তরাধিকার ক্রমে ভোগ করিবে।

৫। পলাতকা বন্দোবস্তে স্থানীয় প্রজার আবেদন সর্ব্বোপরি গণ্য হইবে। এবং যে কোন প্রকার বন্দোবস্তে প্রজাকে কোন সেলামী দিতে হইবে না।

ভাওলী।

সাঁওতাল পরগণায় ভাওলি প্রথা চলিত নাই। এখানে সেটলমেণ্টের নিরিখের অধিক বা রেকর্ড অব রাইটের বহির্ভূত কোন প্রকার দাবী আদালতগ্রাহ্য নহে। সেটলমেণ্টে ভাওলীদারের কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং সে আইন অনুসারে আদা-

দতে খাজনার জন্য নালিশ করিতে পারে না, ভাওলী গৃহীতা প্রজা বলিয়া কদাচ গণ্য হইবে না, তবে সে ডেমেজের জন্য নালিশ করিতে পারে। ন্যায় অনুরোধে কখন কখন স্ত্রীলোক বা নাবালক কিম্বা অনুপস্থিত বা রুগ্ন প্রজার ভাওলী বন্দোবস্ত স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহারা সেটলমেণ্ট হারের অধিক খাজানা পাইবে না।

হস্তান্তর ইত্যাদি।

১। যাহা আইনে স্পষ্ট বিধান নাই, সে স্বত্ব কেহ দাবী করিতে পারিবে না (ব্রজলাল দত্ত বং শিশিরকুমার ঘোষ)। যেখানে দান বিক্রয়ের প্রথা চলিত নাই, তথায় গ্রামের জমি কোন প্রজা হস্তান্তর করিলে ঐ জমি হইতে উভয়েই সরাসরি ভাবে উচ্ছেদ হইবে। (চেতরাম সাহ মোঃ ১৮৯৮ সাল ডিপুটী কমিসনার আদালত)। ঐ জমি জমিদারের খাস বলিয়া গণ্য হইবে। এ সব স্থলে সেটলমেণ্ট আইনের ২৫ দফানুযায়ী ডিপুটী কমিসনারের কোন মঞ্জুরীই আবশ্যক নাই। জমিদার বা কোন মালীক ঐ সমস্ত স্থান প্রজাকে দাখিল খারিজ করিয়া লইলে ও তদ্বারা প্রজার কোন স্বত্ব জন্মিবে না। রাম অবতার সাহা বনাম বেহারীলাল সাহা চৌধুরী কমিসনার আদালত ১৯০১ সালের মোকদ্দমা)।

৩। সাঁওতাল পরগণার যোত বিভাগ হইতে পারে না। (দ্বারিক রায় বং অম্বিকা রায় ডিপুটী কমিসনার আদালত টাইটেল আপিল নং ২০।১৮৯২)।

৪। হাল সেটেলমেণ্টের Attestation ruleর ২১ ধারার বিধান অনুসারে ১২ বৎসরের রেজেষ্টরীকৃত হস্তান্তর দখলে থাকা সাব্যস্ত হইলে কায়েম রাখা হইবে; তন্যূন কালের সমস্ত রদ করিয়া পূর্ব্ব অধিকারীকে জমী ফেরত দেওয়া হইবে। ইহার ২০ হইতে ৩০ বিধান এবং Govt letter no 86. T. R / 5-10 87 অনুসারে আদালত টাইটেল মোকদ্দমা বিচার করিবেন। বাহুল্য ভয়ে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল না।

৫। এখানে Specific Relief Act (১৮৭৭ সালের ১ আইন) জারী না থাকিলেও ১৮৫৯ সালের ১৫ আইনের ১৫ ধারার বিধান অনুসারে সরাসরি উচ্ছেদ চলিতে পারে।

সাঁওতাল পরগণায় চলিত আইনের তপশিল।

(১৮৯৯ সালের ৩ আইনের ৩ দফানুযায়ী)

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৭৯৩	১	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক আইন	সমস্ত
”	৮	দশশালা বন্দোবস্ত ” ”	”
”	১৯	বেবাদসাহি লাখেরাজ ” ”	”
”	৩৭	বাদসাহি লাখেরাজ ” ”	”
”	৩৮	বঙ্গীয় সিভিলসার্ভিস ভুক্ত ব্যক্তি গণের কর্জ্জ নিষেধ বিষয়ক	”
১৭৯৮	১	নিয়মাধীন বিক্রয় বিষয়ক	”

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৮০০	৮	পরগণা রেজিষ্টার	১৯ ধারা মাত্র
১৮০১	১	রেভিনিউ আদায় বিষয়ক	সমস্ত
১৮০৪	১০	বঙ্গীয় রাজকীয় অপরাধ বিষয়ক	,,
১৮০৬	১১	বঙ্গীয় মৌলিক ইত্যাদি বিষয়	,,
,,	১৭	সুদ আদায় বিষয়ক	,,
১৮১০	২০	সৈনিক বাজার বিষয়ক	,,
১৮১২	৫	রেভিনিউ আদায় বিষয়ক	,,
,,	১১	বিদেশে বঙ্গীয় কুলি চালান বিষয়ক	,,
,,	১৮	মালীক কর্ত্তৃক পাট্টা ও বিভাগ বিষয়ক	,,
১৮১৪	২৯	ঘাট ওয়ালী আইন	,,
১৮১৭	১২	পাটোয়ারী	,,
১৮১৮	৩	রাজকীয় কয়েদী বিষয়ক	,,
১৮১৯	১	কানন্‌গু এবং পাটোয়ারী	সমস্ত
,,	২	অসিদ্ধ লাখেরাজ বাজাপ্ত	,,
,,	৮	পত্তনী তালুক	,,
১৮২০	১	ঐ	,,
১৮২৩	৭	সিভিল সার্ভিস ভুক্ত ব্যক্তিগণের ঋণ নিষেধ বিষয়ক	,,
১৮২৫	৬	বঙ্গীয় সৈনিক বিষয়ক	,,
,,	১১	সিকস্তি পয়স্তি বিষয়ক	,,
,,	১৩	কানন্‌গু বিষয়ক	,,
,,	১৪	লাখেরাজ প্রজা বিষয়ক	,,
১৮২৯	১৭	সতীদাহ নিবারণ	,,

দ্বিতীয় ভাগ।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের আইন

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৮৩৬	২১	জিলা বিষয়ক	,,
১৮৩৭	৪	ভূসম্পত্তি বিষয়ক	,,
১৮৪১	১২	রেভিনিউ বাকী বিষয়ক	২ ধারা মাত্র
১৮৪৩	৫	দাসত্ব বিষয়ক	সম্পূর্ণ
১৮৪৭	৯	নূতন ভূমির খাজানা বিষয়ক	সম্পূর্ণ
১৮৪৮	২০	ভূম্যধিকারীর	
১৮৫০	১২	সাধারণ হিসাব বিষয়ক	,,
,,	১৮	দেওয়ানী বিচারক রক্ষা	,,
,,	২১	জাতি বিষয়ক	,,
,,	২৫	আমানত জব্দ বিষয়ক	,,
,,	৩৩	পত্তনী তালুক বিক্রয় বিষয়ক	সম্পূর্ণ
,,	৩৪	রাজকীয় বন্দী বিষয়ক	,,
,,	৩৭	সাধারণ কর্ম্মচারী বিষয়ক	,,
১৮৫১	৮	ভারতীয় টেটোল আইন (চুঙ্গি)	,,
১৮৫৩	২	ভূম্যধিকারীর সাধারণ দায়ীত্ব বিষয়ক	,,
,,	৬	খাজানা আদায় বিষয়ক	,,
১৮৫৫	১২	আইনতঃ প্রতিনিধি বিষয়ক	,,
,,	১৩	আকস্মিক ঘটনা বিষয়ক	,,
,,	২৪	দণ্ডরূপ পরিশ্রম বিষয়ক	,,
,,	৩৭	সাঁওতাল পরগণা বিষয়ক	১, ২, ৩ ধারা

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৮৫৬	১১	ইউরোপী পলাতক বিষয়ক	সম্পূর্ণ
,,	১৫	হিন্দু বিধবা বিবাহ বিষয়ক	,,
১৮৫৭	১০	সাঁওতাল পরগণা	সমস্ত
,,	১৩	অহিফেন বিষয়ক	,,
১৮৫৮	৩	রাজকীয় বন্দী বিষয়ক	,,
,,	৩১	পয়স্তি জমির বন্দোবস্ত বিষয়ক	,,
,,	৩৫	পাগল বিষয়ক	,,
,,	৩৬	পাগলা গারদ বিষয়ক	,,
১৮৫৯	৫	পাটোয়ারী জমি বিষয়ক	,,
,,	১১	বাকী রাজস্ব আদায় বিষয়ক	,,
,,	১৫	সরাসরি বেদখল বিষয়ক	১৫ ধারা
১৮৬০	৯	কারিগর বিধি	,,
,,	৪৫	দণ্ডবিধি	,,
১৮৬১	৫	পুলিস আইন	সমস্ত
১৮৬৩	১৬	আবকারী	১৫ ধারা
১৮৬৪	৩	বিদেশবাসী বিষয়ক	,,
,,	৬	বেত্রদণ্ড	
,,	১৫	টোল (চুঙ্গি) আইন	,,
১৮৬৫	৩	বাহক বিষয়ক	,,
,,	১০	উত্তরাধিকারী বিষয়ক	,,
১৮৬৬	২১	নেটিভ খ্রীষ্টানদিগের বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ক	,,
১৮৬৭	২৫	ছাপাখানা এবং পুস্তক রেজেষ্টরীবিষয়ক	,,

সন্	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৮৬৯	৪	বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ক	সমস্ত
„	৫	যুদ্ধের সরঞ্জাম বিষয়ক	„
„	১৫	বন্দীর সাক্ষ্য বিষয়ক	„
„	২০	ভলাণ্টিয়ার বিষয়ক	„
১৮৭০	৭	কোর্টফি বিষয়ক	„
„	২০	উক্ত আইন সংশোধন বিষয়ক	„
„	২১	হিন্দু উইল বিষয়ক	„
„	২৩	মুদ্রা প্রস্তুত বিষয়ক	„
„	২৭	দণ্ডবিধি সংশোধন	„
১৮৭১	১	খোয়াড় বিষয়ক	„
„	৫	কয়েদী বিষয়ক	„
„	২৩	পেন্সন বিষয়ক	„
১৮৭২	১	সাক্ষ্য বিষয়ক	„
„	৩	বিশেষ বিবাহ বিষয়ক	„
„	৯	চুক্তি বিষয়ক	„
„	১৫	খ্রীষ্টান বিবাহ	„
„	১৮	সাক্ষ্য সংশোধন	„
„	১৯	দণ্ডবিধি সংশোধন	„
১৮৭৩	৫	সেভিং ব্যাঙ্ক	„
„	১০	শপথ বিষয়ক	„
১৮৭৪	২	এডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল	„
১৮৮৪	৩	বিবাহিত স্ত্রীলোকের সম্পত্তি	সম্পূর্ণ
	৯	ইউরোপীয়ান বেকার	„

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৮৭৫	১৩	প্রোবেট বিষয়ক	সম্পূর্ণ
১৮৭৭	২	ঐ	”
”	৩	রেজেষ্টরী আইন	”
”	১৫	তমাদি বিষয়ক	”
১৮৭৮	১	অহিফেন বিষয়ক	”
”	৬	ধনপ্রাপ্তি বিষয়ক	”
”	৭	বন বিষয়ক আইন	”
”	১১	অস্ত্র বিষয়ক আইন	”
১৮৭৯	৩	নদী বিনষ্ট করা বিষয়ক	”
”	১১	লোকেল কর্ম্মচারী ঋণ বিষয়ক	
”	১২	রেজেষ্টরী ও তমাদী আইন সংশোধন	১০৪ হইতে ১০৮ ধারা
”	২১	বিদেশীয় পলাতকদিগের বিচারাধিপত্য বিষয়ক	সম্পূর্ণ
১৮৮০	৮	তমাদি আইন সংশোধন	”
১৮৮১	৫	প্রোবেট এবং এড্‌মিনিষ্ট্রেশন এক্ট	”
১৮৮২	১	আসাম শ্রমজীবি আইন	”
”	৭	পাওয়ার অব এটর্ণী আইন	”
”	৮	দণ্ডবিধি সংশোধন আইন	”
”	৯	কয়েদী বিষয়ক আইন সংশোধন	”
”	১২	লবণ বিষয়ক আইন	৩১ ধারা ব্যতিত সমস্ত
”	১[illegible]	দেওয়ানী কার্য্যবিধি	২২৩-২২৮ ধারা
”	২০	ভারতীয় পেপার করেন্সী আইন	সমস্ত

সাল	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৮৮৩	১৯	ভূমি উন্নতির জন্য ঋণ বিষয়ক আইন	সমস্ত
"	২১	কুলী আইন	"
১৮৮৪	৪	বারুদ বিষয়ক আইন	সম্পূর্ণ
১৮৮৫	৮	বঙ্গীয় খাজানার আইন	৮৪ ধার
"	৯	আবকারী এবং কাষ্টম বিষয়ক আইন	৩, ৪ "
"	১৩	টেলিগ্রাফ বিষয়ক আইন	সম্পূর্ণ
"	১৫	স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ঋণ বিষয়ক	"
"	১৮	ভূমি গ্রহণ বিষয়ক (খনি)	"
১৮৮৬	২	ইনকম টেকস আইন	"
"	৪	চুক্তি বিষয়ক আইন সংশোধন	১ ধার
"	৬	জন্ম মৃত্যু বিবাহ রেজেষ্টরী আইন	সম্পূর্ণ
"	৭	রেজেষ্টরী আইন	"
"	১০	ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধন	২১ হইতে ২৫ ধার
"	১৮	পাগলা গারদ বিষয়ক	৩ ধারা ব্যতিত সমস্ত
১৮৮৭	৩	সাক্ষ্য বিষয়ক সংশোধন	সমস্ত
১৮৮৭	২০	বন্য পক্ষী বিষয়ক	সমস্ত
১৮৮৮	৫	আবিষ্কার বিষয়ক	২ ধার
"	৭	দেওয়ানী কার্য্যবিধি সংশোধন	১৮৭৭ সালের ৩ এবং ১৫ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক
১৮৮৯	৬	প্রবেট বিষয়ক	সম্পূর্ণ
"	৭	উত্তরাধিকারীর সার্টিফিকেট	

সন	নম্বর	নাম	যতদুর পর্য্যন্ত চলিত
ঐ	২০	পাগলা গারদ আইন সংশোধন	সম্পূর্ণ
১৮৯০	১	রেভিনিউ আদায় বিষয়ক	,,
,,	২	প্রোবেট বিষয়ক	৯ হইতে ১৬ ধারা
,,	৫	বন বিষয়ক আইন	২ এবং ৪ ধারা
,,	৬	সৎকার্য্যে দান	সম্পূর্ণ
১৮৯০	৮	অভিভাবক এবং কোর্ট ওয়ার্ডস	,,
,,	৯	রেলওয়ে এক্ট	,,
	১০	ছাপাখানা এবং পুস্তক রেজেষ্টরী আইন সংশোধন	,,
,,	১১	জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারক আইন	,,
,,	১৩	আবকারী আইন	১, ৬, ৭, ৮ ধারা
,,	১৬	জন্ম মৃত্যু বিবাহ রেজেষ্টরী আইন সংশোধন	সম্পূর্ণ
,,	১৮	কুলি আইন সংশোধন	,,
১৮৯১	১	খোঁয়াড় আইন সংশোধন	১০, ১১ এবং ১৩ ধারা ব্যতিত সমস্ত
,,	২	দেশীয় খৃষ্টান বিবাহ বিষয়ক সংশোধন	সম্পূর্ণ
,,	৩	সাক্ষ্য বিষয়ক আইন সংশোধন	,,
,,	১০	ফৌজদারী আইন সংশোধন	,,
,,	১২	আইন সংশোধন ও রদ বিষয়ক	,,
,,	১৮	ব্যবসায়ী হিসাব প্রমাণ বিষয়ক আইন	,,

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৮৯২	২	বিবাহ সিদ্ধি বিষয়ক	সম্পূর্ণ
”	৪	কোর্ট ওয়ার্ড আইন সংশোধন	”
”	৫	বঙ্গীয় মিলিটারী পুলিস আইন	”
”	৬	তমাদি এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন সংশোধন	”
”	১০	গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জমিদারী রক্ষণ বিষয়ক	”
১৮৯৩	১	ব্যবসায়ী হিসাব প্রমাণ বিষয়ক	”
১৮৯৩	৭	ভারতবর্ষীয় কুলী বিষয়ক	”
১৮৯৪	১	ভূমি গ্রহণ বিষয়ক	”
”	৩	ফৌজদারী আইন সংশোধন	”
”	৭	কয়েদী বিষয়ক আইন সংশোধন	”
”	৮	ভারতীয় শুল্ক বিষয়ক আইন	”
”	৯	কয়েদী আইন বিষয়ক	”
১৮৯৫	৩	ফৌজদারী আইন সংশোধন	”
১৮৯৬	৮	পুলিস আইন সংশোধন	”
”	২	কুলি আইন সংশোধন	”
”	৩	ভারতীয় শুল্ক আইন সংশোধন	”
”	৫	বিদেশীয় পলাতক বিচারাধিপত্য বিষয়ক আইন সংশোধন	”
”	৬	দণ্ডবিধি সংশোধন	”
”	৯	রেলওয়ে আইন সংশোধন	”
”	১০	ভলেণ্টিয়ার আইন সংশোধন	”
৭	৩	সংক্রামক রোগ বিষয়ক	”

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
,,	৮	সংশোধনী জেইল বিষয়ক	সম্পূর্ণ
,,	১০	জেনেরল ক্লস আইন	,,
১৮৯৮	৩	কুষ্ঠ বিষয়ক আইন	,,
,,	৪	দণ্ডবিধি সংশোধন	
,,	৫	ফৌজদারী কার্য্যবিধি	,,
,,	৬	পোষ্ট আফিস বিষয়ক	,,
,,	৯	গার্হস্থ্য পশ্বাদি রপ্তানী বিষয়ক	,,
১৮৯৯	২	ষ্টাম্প আইন	,,
,,	৪	গবর্ণমেণ্ট বিল্ডিং আইন	,,
,,	৫	সাক্ষ্য বিষয়ক আইন	,,
,,	৮	কেরোসিন বিষয়ক আইন	বিপদজনক কেরো-সিন এবং কেরো-সিন সম্পর্ক যতদূর সমস্ত
১৮৯৯	১০	বাহক আইন	,,
,,	১১	কোর্ট ফি আইন সংশোধন	,,
,,	১২	নোট জাল বিষয়ক	,,
,,	১৩	পশ্বাদির রোগ বিষয়ক	,,
,,	১৪	শুল্ক আইন সংশোধন	,,

বঙ্গীয় কাউন্সিলের আইন।

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৮৬২	৩	বাকী রাজস্ব নীলাম বিষয়ক আইন সংশোধন	সম্পূর্ণ
,,	৭	লাখেরাজ বিষয়ক	,,
,,	৮	জমিদারী ডাক বিষয়ক	,,
১৮৬৪	৪	জিলার সীমা পরিবর্ত্তন বিষয়ক	,,
,,	৭	লবণ বিষয়ক	,,
১৮৬৫	৪	টীকা দেওয়া বিষয়ক	,,
,,	৮	অধীন প্রজাস্বত্ব বিক্রয় বিষয়ক	,,
১৮৬৬	৩	বঙ্গীয় কাউন্সিলে সাক্ষ্য বিষয়ক	,,
১৮৭৬	২	জুয়াখেলা বিষয়ক	,,
১৮৬৮	৪	নূতন ভূমি বিষয়ক	,,
	৭	বাকী রাজস্ব আদায় বিষয়ক	,,
১৮৬৯	৭	পুলিস	,,
১৮৭১	২	বাকী রাজস্বের জন্য ভূমি বিক্রয় আইন সংশোধন	,,
১৮৭১	৪	পুরীর বাসা বাড়ী বিষয়ক	,,
১৮৭৩	৪	জন্ম মৃত্যু রেজেষ্টরী বিষয়ক	,,
১৮৭৬	৭	ভূমি রেজেষ্টরী বিষয়ক	,,
১৮৭৮	৫	ঐ আইন সংশোধন	,,
,,	৭	বঙ্গীয় আবগারী আইন	,,
১৮৭৯	২	বাসা ভাড়া বিষয়ক	,,

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
,,	৩	ষ্টিম বয়েলস বিষয়ক	সম্পূর্ণ
,,	৯	কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইন	,,
১৮৮০	৬	বেঙ্গল ড্রেণেজ আইন	,,
১৮৮১	৩	কোর্ট ওয়ার্ড আইন সংশোধন	,,
,,	৪	আবগারী আইন সংশোধন	,,
১৮৮৩	১	ঐ	,,
১৮৮৪	১	পুরীর বাসাবাড়ী বিষয়ক আইন সংশোধন	,,
,,	৩	মিউনিসিপাল আইন	,,
১৮৮৫	১	বেঙ্গল ফেরী আইন	,,
১৮৮৬	৩	মিউনিসিপাল আইন সংশোধন	,,
১৮৮৯	১	কুলীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক	,,
১৮৯৪	৪	মিউনিসিপাল আইন সংশোধন	,,
,,	৬	ঐ	,,
১৮৯৫	১	রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক	,,
,,	৫	কুষ্ঠ আইন	,,
১৮৯৬	২	মিউনিসিপাল আইন সংশোধন	,,
১৮৯৭	৫	বাঁটোয়ারা বিষয়ক	,,
১৮৯৯	১	বঙ্গীয় জেনেরল ক্লস আইন	,,

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের আইন

সন	নম্বর	নাম	যতদূর পর্য্যন্ত চলিত
১৮৭২	৩	সাঁওতাল সেটেলমেণ্ট্ রেগুলেসন	সম্পূর্ণ
১৮৮৬	২	সাঁওতাল পরগণার খাজনার আইন	„
„	৩	সাঁওতাল পরগণার ল রেগুলেসন	„
১৮৯৩	৫	সাঁওতাল পরগণার বিচার বিষয়ক	„

সমাপ্ত।

20. JUL. ... WRITERS' BUILDINGS
IMPERIAL LIBRARY.